CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-237 ■ 7 June, 2025 ■ আগরতলা ৭ জুন, ২০২৫ ইং ■ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জম্মু কাশ্মীরে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর উদ্বোধন

অপারেশন সিঁদুর ছিল আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক ঃ প্রধানমন্ত্রী

জম্মু, ৬ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু 'চেনাব ব্রিজ' এবং দেশের প্রথম কেবল-সাপোর্টেড সেতু 'অঞ্জি ব্রিজ'। এই অভূতপূর্ব প্রকল্পগুলোর উদ্বোধনের পর, বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, ''উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেললাইন প্রকল্প শুধু কিছু নাম নয়, এটি জম্মু-কাশ্মীরের নতুন শক্তির পরিচয়, ভারতের নতুন শক্তির ঘোষণা।''

প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রকল্পগুলোর নির্মাণে প্রকৌশলী ও কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া নানা চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "এই প্রকল্প বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন ছিল, বিশেষ করে দুর্গম ভূখণ্ডের কারণে। কিন্তু আমাদের সরকার চ্যালেঞ্জকে চ্যালেঞ্জ করেই এগিয়ে গেছে।"

তিনি আরও বলেন, এই দুটি সেতু অচিরেই উপত্যকার পর্যটনের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠবে, যা জম্মু ও কাশ্মীর — দুই অঞ্চলকেই উপকৃত করবে, কারণ এখন সারা বছরব্যাপী কার্যকর রেল যোগাযোগ সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই উন্নয়ন শুধু পর্যটনে গতি আনবে না, বরং প্রবৃদ্ধির নানা নতুন দিকও খুলে দেবে। কাশ্মীর থেকে আপেলসহ অন্যান্য পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, "জম্মু-কাশ্মীরের বহু প্রজন্ম এই ধরনের রেল যোগাযোগের স্বপ্ন দেখেছে। গতকাল আমি শুনেছি, ওমর আবদুল্লাহ বলেছেন, তিনি যখন অষ্টম বা নবম শ্রেণিতে ছিলেন, তখন থেকেই এই প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছিল।" প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও জানান, চেনাব ব্রিজ ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের চেয়েও উঁচু, এবং এটি তার অসাধারণ নির্মাণশৈলী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রচুর পর্যটক আকর্ষণ করবে। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি ও সংকল্পের বার্তা দিলেন।

এদিকে, চেনাব ব্রিজ (বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু) এবং অঞ্জি ব্রিজ (দেশের প্রথম ক্যাবল-সমর্থিত সেতু) উদ্বোধনের পর জম্মু ও কাশ্মীরের এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান-প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, কারণ তারা চেয়েছিল কাশ্মীরের মানুষের রুজিরুটি বন্ধ হোক। তারা কাশ্মীরের উন্নয়ন থামিয়ে দিতে চেয়েছে।' তিনি তোপ দেগে বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ শত্রুর ঘুম উড়ে গিয়েছিল। পিএম মোদী পহেলগাঁও-এ নিরীহ পর্যটকদের ওপর হওয়া হামলাকে 'মানবতা ও কাশ্মীরি সংস্কৃতির ওপর আঘাত' বলে অভিহিত করেন। ওই হামলায় নিহত অদিল নামক এক ঘোড়সওয়ার যুবকের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অদিল ছিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী এপ্রিলে বাংলাদেশে নির্বাচন, ঘোষণা দিলেন ইউনুস

ঢাকা, ৬ জুন ।। বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেন তিনি। তাঁর কথায়, "নির্বাচন কমিশন উপযুক্ত সময়ে নির্বাচনের একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ জনগণকে জানাবে।" গত বছরের আগস্টে অন্তর্বর্তীকালীন নেতার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই ছিল ইউনূসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘোষণা।

এতে কয়েক মাসের অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান ঘটল। এর আগে ইউনূস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, চলমান সংস্কারের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে যেকোনো সময় নির্বাচন হতে পারে।

তবে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও তার মিত্ররা দাবি জানিয়ে আসছিল যে নির্বাচন ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অপরদিকে, সদ্য গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বলেছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা উচিত। ইউনূস স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠান নয়, বরং সংস্কার সম্পন্ন করাকেই তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, গত বছর ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলে তিনি ভারতে পালিয়ে যান। তার দীর্ঘদিনের শাসনের অবসান ঘটিয়ে মোহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে ১৭ কোটি ৩০ লাখ জনসংখ্যার দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রয়েছেন তিনি।

টিআরবিটি'র চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন টেট পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের টেট-১ পরীক্ষার্থীরা আগরতলার শিক্ষাভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শুক্রবার। টেট ওয়ান পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল এবং সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন থাকায় টেট ওয়ান পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে শুক্রবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অফিসের সামনে এসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের কাছে তারা ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। চাকুরী প্রত্যাশীরা অবিলম্বে এই জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোরালো দাবী জানিয়েছে। অন্যথায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে। উল্লেখ্য টেট ওয়ান পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন ও ভুল প্রশ্নপত্র থাকার বিষয় নিয়ে গত বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন সংঘটিত করে চলেছে পরীক্ষার্থীরা।

গ্রেনেড আকৃতির রহস্যময় বস্তু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। মহারাজগঞ্জ বাজারের ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে গ্রেনেড আকৃতির রহস্যময় বস্তু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাথে সাথে সানীয়রা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে মহারাজগঞ্জ বাজারের ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে গ্রেনেড আকৃতির রহস্যময় বস্তু দেখতে পান স্থানীয় মানুষ। ওই ঘটনাকে গোটা এলাকায় মূহুর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং বম্ব স্কোয়াড। ওই বস্তুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বম্ব স্কোয়াড।

ড্রোন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চুরি ও অবৈধ হুকলাইন শনাক্ত করা হবে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। বিদ্যুৎ খাতে আধুনিকীকরণ ও স্বচ্ছতা আনতে ত্রিপুরা সরকার শীঘ্রই ড্রোন ব্যবহার করে রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ চুরি ও অবৈধ হুকলাইন ব্যবহার শনাক্ত করবে। শুক্রবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সেকেরকোটে ৩৩ কিলোভোল্টের বিদ্যুৎ সাবস্টেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে এই ঘোষণা দেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই সাবস্টেশন চালু হওয়ায় সেকেরকোট ও আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যুতের গুণগত মান ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে বলে আশা করা

হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, 'এই সাবস্টেশন চালু হওয়ায় সেকেরকোট, বিক্রমনগর, চৌমুহানী বাজার, কাঞ্চনমালা, গোকুলনগর, চাম্পামুড়া, ফুলতলি ও পাণ্ডবপুরের কিছু অংশের বাসিন্দারা এখন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাবেন।' ঝড়ের সময় ঘনঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগের জবাবে তিনি বলেন, 'অনেকে মনে করেন ঝড়ের সময় ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ চলে যায়, কিন্তু বাস্তবে আমরা দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্কতামূলকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিই। ওড়িশার মতো রাজ্যে বেশি ঝড় হয়, কিন্তু তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেআমরাও সেই দিকে এগোচ্ছি।' ত্রিপুরার বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস নিয়ে মন্ত্রী জানান, রাজ্য মূলত গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। তবে গ্যাসের মজুদ কমে আসায় সরকার এখন সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য উৎসের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

'আগে ত্রিপুরা মাত্র ৩ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করত, এখন আমরা ২৮ মেগাওয়াটের বেশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া বাইক সহ তিন ছিনতাইবাজ আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। চুরি যাওয়া বাইক সহ তিনজন ছিনতাইবাজকে আটক করে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তার মধ্যে ক্ষিতীশ সরকার নামে এক কুখ্যাত ছিনতাইবাজ রয়েছে এর আগেও পূর্ব থানায় মামলা রয়েছে বলে জানান এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায়।

ঘটনার বিবরণে এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায় জানান, বিগত কিছু দিন ধরে বিভিন্ন সময়ে বাইক চুরি যাওয়া অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বেহাল ডেপুটেশন সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।।: বন্যা কবলিত এলাকাগুলিকে অবিলম্বে স্যানিটাইজ করা সহ একাধিক দাবিতে আজ সদী মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সিপিআইএম সদর মহকুমা কমিটি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমল চক্রবর্তী বলেন, কিছু দিন আগে টানা বৃষ্টির জেরে আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। টানা বৃষ্টির জেরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোর পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। তাই একাধিক দাবিতে আজ মহকুমা শাসকের নিকর ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের দাবিগুলে হল, বন্যা কবলিত এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবিলম্বে স্যানিটাইজ করতে হবে এবং সেইসব এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির স্থাপন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, রাজনৈতিক পরিচয় এড়িয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে জঙ্গি দমন অভিযানে সাফল্য

সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেপ্তার, উদ্ধার বিপুল অস্ত্র

ইম্ফল, ৬ জুন।। মণিপুরে গত তিন দিন ধরে চালানো সমন্বিত জঙ্গিদমন ও চাঁদাবাজ বিরোধী অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী পাঁচজন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। সবচেয়ে বড় অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বিষ্ণুপুর জেলার মইরাং থানার অন্তর্গত কেইফা রোড ও থামনাপোকপি এলাকায় তল্লাশি অভিযানের সময়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে একটি এসএলআর রাইফেল, একটি স্টেন গান, দুটি ১২-বোর পিস্তল, চারটি গ্রেনেড (যার মধ্যে চীনা তৈরি গ্রেনেডও আছে), এবং দুই কেজির বেশি ওজনের একটি আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস)। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন, লোইতোংবাম জুগিন সিং (৫৭): প্রিপ্যাক (প্রো)-এর সন্দেহভাজন ক্যাডার, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ-উল-জোহা উপলক্ষ্যে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ঈদ উল জোহা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, ''ঈদ-উল-জোহা অথবা ঈদ-আল-আহা, সাধারণত বকরিদ নামে পরিচিত, যা আনুগত্য ও ত্যাগের উৎসব।

এটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ উৎসব। এই উৎসব সর্বশক্তিমান আল্লাহের প্রতি ভক্তির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। বকরি ঈদকে কেন্দ্র করে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে পশ্চিম আগরতলা থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা।

এদিন সংগঠনের এক নেতা বলেন, আগামী ৭ জুন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদুল আজহা উৎসব। গো মাতাকে হিন্দু ধর্মাম্বলীরা পূজা করে থাকেন।

সনাতন ধর্মাম্বলীদের জন্য গবাদি ধার্মিক দৃষ্টিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সনাতনের পরম্পরায় গো মাতার পূজা হয়ে থাকে।

কিন্তু আজ গো হত্যা করা হচ্ছে। তাই আসন্ন ঈদ উৎসবে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে আজকের এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা।

শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনে স্বামী-সন্তান সহ গাছ তলায় ঠাঁই অন্তঃসত্ত্বা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৬ জুন।। বাড়ি ছাড়া হয়ে স্বামী সহ দুই ছোট কন্যা সন্তান সহ পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর ঠাই নিলো উত্তর বিলোনিয়া স্কুলের মাঠের খোলা আকাশের নিচে। খাওয়া দাওয়া ছাড়া আটদিন ধরে এই খোলা আকাশের নিচে দিনরাত যাপন করছে তারা। সুবিচার চেয়ে অসহায় অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মহিলা থানাতে দ্বারস্থ হওয়ার পর, মহিলা থানার এক পুলিশ নাকি সাফ জানিয়ে দেয় টাকা পয়সা ছাড়া ঘটনাস্থলে যাবে না এমনই অভিযোগ গৃহবধূ সহ তার স্বামীর। মহিলা থানার পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে থাকতে হচ্ছে স্বামী দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বিষ ঢেলে মাছ নিধন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ জুন।। খোয়াই থানাধীন উত্তর দুর্গানগর সিঙিছড়া এলাকায় এক হৃদয়বিদারক ও পরিবেশবিরোধী ঘটনার সাক্ষী থাকলো এলাকাবাসী। অভিযোগ উঠেছে, অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি ছড়ায় বিষ ঢেলে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কেজি মাছ মেরে ফেলেছে। এই ঘটনা এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও শহরের বিভিন্ন ছড়ায় এভাবে বিষ দিয়ে মাছ নিধনের ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে অপরাধীরা বারবার এই দুঃসাহসিক কাজ করে চলেছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, এভাবে চলতে থাকলে ছড়ার জলে আর মাছ বাঁচবে না, ছড়ার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন যুবকের নাম উঠে এসেছে, যারা এলাকাতেই বসবাস করে। কোথা থেকে তারা বিষ সংগ্রহ করছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন যে, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন। তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এমন ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। খোয়াইয়ের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সুশীল নাগরিকবৃন্দ।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৭ জুন ২০২৫ ইং
২৩ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কন্যা সন্তান অবহেলার পাত্রী নয়

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আজও কন্যা সন্তান অবহেলা বঞ্চনার শিকার। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় ইহা কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা যাই হোক না কেন তাহাকে মর্যাদা দিতে হইবে। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে ,সমাজের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পিতা মাতা কিংবা অভিভাবক হিসাবে সন্তানদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ রেখা টানা যাইবে না। আজও কি সমাজে কন্যাসন্তান 'অবাঞ্চিত'? কন্যা বলিয়াই কি তাহাকে জন্মের পর অবহেলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে? মায়ের কোলটুকু পাইবার অধিকার তাহার নাই? কয়েক বছর আগে ভারতের অর্থমন্ত্রকের এক সমীক্ষায় জানা গিয়াছিল, আমাদের দেশে এমন অনেক দম্পতি আছেন যাঁহারা পুত্রসন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সন্তান জন্ম দিয়াছেন। আর তাহার আগে জন্ম হওয়া কন্যারা হয়তো তথাকথিত 'অবাঞ্ছিত'। আর এই পরিস্থিতির কোনও অর্থনৈতিক মাপকাঠি অনুসারে বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবারের ভিত্তিতে পরিবর্তন হয়নি। এমনকি বলিউডের প্রথিতযশা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত পর্যন্ত এক নারী দিবসে বলিয়াছিলেন, তিনিও নাকি তাঁহার পরিবারে অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান ছিলেন! আমাদের দেশেই ২০২০ সালে পাঁচ কন্যাসন্তানের পিতা তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট কাটিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা! পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চলতি বছরেই মুর্শিদাবাদে এক পিতা পরপর তিনটি কন্যাসন্তান হওয়ার পর তাহার তিন মাসের কন্যাসন্তানকে আছড়াইয়া মারিয়াছে।এই অবস্থা আর কতদিন চলিবে? সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রাদের কথা আমরা জানি। বর্তমানেও দেখি 'কন্যারা সাইকেল চালাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে। মেধাতালিকায় ছাত্রদের মাত করিয়া দিতেছে ছাত্রীরা। এসব দেখিয়া একদিকে যেমন গর্বে বুক ফুলিয়া ওঠে তেমনই অবহেলিত শিশুকন্যা দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।কন্যাসন্তান আজও অনেক পরিবারের কাছে 'অবাঞ্ছিত' কেন, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অজানা। এসবের পাশাপাশি আশা জাগায় কিছু ভালো খবর। এই যেমন অনাথ শিশুকে দত্তক নিতে সেসব গৃহে প্রচুর ফোন আসে। কোথাও আবার লক্ষ্মীপুজোর দিন কন্যাকে লক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া পুজো করা হইতেছে, হাসপাতাল থেকে মা কন্যাসন্তান নিয়া বাড়ি ফিরিবার পর উৎসব আকারে তাহাকে বরণ করা

হইতেছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতিই তো এটা শেখায়। দুর্গাপুজোয় আমরা কুমারী পুজো করি, অর্থাৎ কন্যার মধ্যে দেবীরূপ কল্পনা করি। আর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফেও তো প্রচেষ্টা, প্রচার ও প্রকল্পের অভাব নাই। প্রয়োজন শুধু সচেতনতার ও সদিচ্ছার। ভালো শিক্ষা দিলে কন্যা ও পুত্রের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে না, সেটি সবাইকে বুঝিতে হইবে। তাহা কইলেই সমাজে কন্যা সন্তানরা অবহেলিত হইবে না। এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো সচেতন হইতে হইবে।

৩ আগস্ট এক শিফটে হবে নিট পিজি ২০২৫ পরীক্ষা, সুপ্রিম অনুমতি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : দেশের পিজি স্তরের চিকিৎসা শিক্ষায় ভর্তির জন্য জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট পিজি ২০২৫ আগামী ৩ আগস্ট এক শিফটে অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় মেডিকেল সায়েন্স বোর্ড (এনবিইএমএস)-এর পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের আবেদন শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে এই পরীক্ষা ১৫ জুন দুই শিফটে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে গত ৩০ মে সুপ্রিম কোর্ট এনবিইএমএস-কে এক শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং এ জি মাসিহের বেঞ্চ শুক্রবার এনবিইএমএস-এর পক্ষ থেকে সময় বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর করে, এবং পরীক্ষা ৩ আগস্ট-এর মধ্যে সম্পন্ন করার অনুমতি দেয়।

আদালত এনবিইএমএস-এর যুক্তি, দেশে পর্যাপ্ত পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকার কারণে পরীক্ষা দুই শিফটে নেওয়া ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না, তা প্রত্যাখ্যান করে। বিচারপতিরা বলেন, "আমরা মেনে নিতে পারছি না যে এত বড় দেশে, যেখানে প্রযুক্তিগতভাবে এত অগ্রগতি হয়েছে, সেখানে একটি এক শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার মতো যথেষ্ট কেন্দ্র নেই।"

এই পর্যবেক্ষণের পর এনবিইএমএস সুপ্রিম কোর্টে সময় বাড়ানোর আবেদন করে। শুক্রবার শুনানির সময় বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন তোলেন, "আপনারা ৩ আগস্ট পর্যন্ত সময় চাইছেন? এত দেরি কেন?" অপরদিকে বিচারপতি মাসিহ বলেন, "৩০ মে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারপর থেকে আপনারা কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? এটা তো স্পষ্ট বিলম্ব।"

এনবিইএমএস-এর আইনজীবীরা জানান, **টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-এর পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, পরীক্ষাটি ৩ আগস্টের আগে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পরীক্ষার প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত প্রস্তুতির জন্য সময় প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট এনবিইএমএস-কে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সময় বাড়ানোর অনুমতি চাওয়ার সুযোগও দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে নিট পিজি ২০২৫-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে এখন কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে, কারণ তারা এখন এক শিফটে, সমান সুযোগে পরীক্ষা দেওয়ার আশ্বাস পাচ্ছেন।

সিএজি রিপোর্টে প্রকাশিত দুর্নীতির ভিত্তিতে আপ নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ অনিবার্য : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শুক্রবার জানিয়েছেন, জাতীয় রাজধানীতে ক্ষমতায় থাকাকালীন আম আদমি পার্টি (আপ) যে অনিয়মে লিপ্ত ছিল, তা সিএজি রিপোর্টে ফাঁস হয়েছে এবং এই দুর্নীতির মামলায় আপ নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ অনিবার্য।

উত্তর দিল্লির হায়দারপুর গ্রামের একটি সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পূর্বতন কেজরিওয়াল সরকার এক ধরনের 'কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থা' তৈরি করেছিল, যার আওতায় নির্মিত বিদ্যালয় ভবনগুলো এতটাই দুর্বল ছিল যে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ধসে পড়তে শুরু করেছে।"

তিনি জানান, "যে ভবনটি আমি আপনাদের দেখালাম, সেটি ২০১৮ সালে কেজরিওয়াল সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মধ্যেই সেটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এটি ছিল কৃত্রিম উন্নয়ন।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "সিএজি রিপোর্টে এখনও পর্যন্ত যেসব দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, সেই বিষয়ে এখনও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, এবং একবার প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

হায়দারপুর গ্রামের স্কুল পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান, "এত ঘনবসতিপূর্ণ একটি এলাকায় আজও কোনও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ নেই। গ্রামের বা কলোনির ছাত্ররা যদি বিজ্ঞান পড়তে চায়, তবে তারা কোথায় যাবে?" তিনি পূর্বতন আপ সরকার এবং স্থানীয় বিধায়কের "ব্যর্থতা"র কথা উল্লেখ করে বলেন, "ইংরেজি মাধ্যম ও বিজ্ঞান বিভাগসহ একটি ভালো মানের স্কুল তৈরি করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। এটি তাদের তথাকথিত শিক্ষা নীতির দিশা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়।"

জীববিজ্ঞানীরা কেন আগে ইঁদুর ও গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন

আসহাবিল ইয়ামিন

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় ইঁদুরকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেকোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মানতে হয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষণ। যেকোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা (হাইপোথিসিস) গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন আসলেই কতটা কার্যকর, তাও পরীক্ষা করে দেখা হয় গবেষণাগারে। এ জন্য ব্যবহার করা হয় নানারকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। এসব পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ বা সমাজের ওপর নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের প্রভাব। যেমন নতুন কোনো ওষুধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলো। এটি সরাসরি মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয় না। এর আগে বেশ কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইঁদুর, গিনিপিগসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ওপর প্রয়োগ করে দেখা। এসব গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাণীর ধরন নির্ভর করে গবেষণার বিষয়ের ওপর। কিন্তু প্রাণীদের ওপর এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় কেন?

সে জন্য তাকাতে হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিকে। প্রাণিদেহে পরীক্ষা- নিরীক্ষা চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নতুন ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের পর মানবদেহে ব্যবহারের আগে বিজ্ঞানীরা সাধারণত ইঁদুর বা গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন। মানুষের জন্য তা নিরাপদ ও কার্যকর কি না, তাও পরীক্ষা করেন। মেডিক্যাল ট্রায়ালে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি করা হয়, যাতে শুধু লিঙ্গপার্থক্য ছাড়া জিনগত আর সব বৈশিষ্ট্য একই হয়। ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, মেডিক্যাল পরীক্ষার ফলাফল একই রকম করতে এটা করা হয়। পরীক্ষায় যে ইঁদুর ব্যবহার করা হয়, কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সেগুলোর একই জাতের হতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডেশন ফর বায়োমেডিকেল রিসার্চের (এফবিআর) মতে, গত বিশ বছরে ইঁদুর এবং মানুষের মধ্যে মিলগুলো আরও বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে পছন্দ করেন, এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ইঁদুরের জিনগত পরিবর্তন করা সহজ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় ইঁদুরকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করার আরেকটি কারণ হলো, এদের জিনগত, জৈবিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য মানুষের সঙ্গে অনেকটাই মেলে। আসলে ইঁদুর আর আমাদের ডিএনএ ৯৮ শতাংশের বেশি মিলে যায়। ফলে মানুষের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখা যায় ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মধ্যেও। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের (এনআইএইচ) অফিস অব ল্যাবরেটরি অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের প্রতিনিধি জেনি হ্যালিস্কি। তিনি বলেন, 'ইঁদুর, গিনিপিগসহ কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া মানুষের সঙ্গে অনেকখানি মেলে। তাই মানুষের রোগের ওপর গবেষণা করার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়। কারণ, এদের ওপর পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে মানুষের রোগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।'

যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডেশন ফর বায়োমেডিকেল রিসার্চের (এফবিআর) মতে, গত বিশ বছরে ইঁদুর এবং মানুষের মধ্যে মিলগুলো আরও বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে পছন্দ করেন, এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ইঁদুরের জিনগত পরিবর্তন করা সহজ। বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণাগারে এমন ইঁদুর তৈরি করতে সক্ষম, যাদের শরীরে মানুষের রোগের মতো জিন থাকে। এদের 'ট্রান্সজেনিক মাইস' বলা হয়। একইভাবে কিছু বিশেষ জিন বাদ দিয়ে 'নকআউট মাইস' তৈরি করা যায়। এই ইঁদুরগুলো ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক কার্সিনোজেন এবং ওষুধের নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া গবেষকেরা ইঁদুরের অ্যানাটমি বা দেহের গঠন-কাঠামো, ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব এবং জিনতত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। ফলে ইঁদুরের আচরণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলো সহজেই বুঝতে পারেন বিজ্ঞানীরা। এসব কারণ

ব্যবহার করা হয়। ইঁদুর আবার দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ফলে অল্প খরচে প্রচুর ইঁদুর পাওয়া যায় এগুলো ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি যুক্তি আছে বিজ্ঞানীদের কাছে ইঁদুর ব্যবহারের পেছনে। বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ছোট হয়। তাই গবেষণাগারে রেখে গবেষণা করা যায়, এমন প্রাণীদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ইঁদুর ও গিনিপিগ আকারের ছোট প্রাণী। ফলে জায়গা কম লাগে। আর এদের বেশি পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয় না। গবেষণাগারে হাতি বা জিরাফের মতো বড় প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালাতে গেলে

শতাংশের বেশি মিলে যায়। ইঁদুর আবার দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ফলে অল্প খরচে প্রচুর ইঁদুর পাওয়া যায়। যাদের প্রয়োজন, তাদের জন্য ইঁদুর সব সময় সহজলভ্য। দ্রুত এবং ঘন ঘন বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা গবেষণার জন্য একটি বড় সুবিধা। ইঁদুরের জীবনকাল কয়েক বছর হওয়ায় গবেষকেরা সহজেই বিভিন্ন প্রজন্ম নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। পশু পাখিদের ওপর এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে অনেকের মনেই আছে নানা প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড মেডিসিন অনেকদিন ধরে প্রাণীদের ওপর গবেষণা করছে। তাদের মতে, গবেষণাগারের প্রাণীদের প্রতি মানবিক আচরণ

> বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ছোট হয়। তাই গবেষণাগারে রেখে গবেষণা করা যায়, এমন প্রাণীদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ইঁদুর ও গিনিপিগ আকারের ছোট প্রাণী। ফলে জায়গা কম লাগে।

ইঁদুরকে গবেষণার জন্য আরও বেশি উপযুক্ত করে তুলেছে। আবার এসসিআইডি মাইস নামে বিশেষ কিছু ইঁদুর আছে, যাদের জন্ম থেকেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। এফবিআরের মতে, মানুষের সুস্থ ও ক্যানসারযুক্ত কোষের ওপর গবেষণার জন্য এই ইঁদুরগুলো ব্যবহার করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ছানি, স্থূলতা, খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, বধিরতা, পারকিনসনস, আলঝেইমার, ক্যানসার, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, এইচআইভি এইডস এবং হৃদরোগের মতো রোগের মডেল হিসেবে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী

বিজ্ঞানীদের এদের জন্য জায়গা করে দেওয়া খুব কঠিন হতো। দেখাশোনা করতে করতে সময় চলে যেতে অনেক। আরেকটি কারণ হলো, ইদুঁর বা গিনিপিগ খুব শান্ত প্রাণী। গবেষণার সময় খুব বেশি একটা আক্রমণও করে না এরা। ফলে বিজ্ঞানীদের আক্রান্ত হওয়ার তেমন ভয় বা ঝুঁকিও নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় ইঁদুরকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করার আরেকটি কারণ হলো, এদের জিনগত, জৈবিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য মানুষের সঙ্গে অনেকটাই মেলে। আসলে ইঁদুর আর আমাদের ডিএনএ ৯৮

নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিকউভয় দিক থেকেই অপরিহার্য। প্রাণীদের ভালোভাবে যত্ন না নিলে, আশানুরূপ গবেষণা করা যায় না। এখন পর্যন্ত এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যা মানুষের মতো শ্বাস নিতে পারে, আর যার শরীরের ভেতরের অঙ্গগুলো মানুষের মতো কাজ করে। এমন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গবেষকদের নতুন ওষুধ ও চিকিৎসার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করতে এবং বন্ধ্যাত্ব, জন্মগত ত্রুটি, ক্যানসার সৃষ্টির মতো বিপজ্জনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শনাক্ত করতে এসব প্রাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করবে। গিনিপিগ- যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইনে বলা আছে, মানুষের ওপর কোনো গবেষণা চালানোর অনুমতি দেওয়ার আগে নতুন চিকিৎসার নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য 'নন-হিউমান এনিম্যাল'-এর ওপর গবেষণা করা বাধ্যতামূলক। এই গবেষণা ও পরীক্ষা থেকে শুধু মানুষই উপকৃত হয় না, মানুষের ব্যবহারের জন্য তৈরি শত শত ওষুধ ও চিকিৎসা এখন নিয়মিতভাবে পশুচিকিৎসা ক্লিনিকেও ব্যবহৃত হয়। পশু পাখিদের ওপর এ ধরনের পরীক্ষা- নিরীক্ষা নিয়ে অনেকের মনেই আছে নানা প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড মেডিসিন অনেকদিন ধরে প্রাণীদের ওপর গবেষণা করছে। এটা মনে রাখা জরুরি যে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা গবেষণার জন্য যে প্রাণী ব্যবহার করা হয়, এদের ৯৫ শতাংশই ইঁদুর ও গিনিপিগ। আর এই প্রাণীগুলো শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণার একটা অংশ। স্ট্যানফোর্ডের গবেষকেরা তাঁদের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রাণীদের সর্বোচ্চ যত্ন নিশ্চিত করেন। তাঁরা ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্যের আইনি নির্দেশিকা ও মানবিকনীতি কঠোরভাবে মেনে গবেষণা করেন। গবেষণাগারে পশু পরিচর্যা এবং পালনের ক্ষেত্রে নতুন তথ্য ও ফলাফলের ভিত্তিতে তাঁদের পশু পরিচর্যা পদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্তন করতে হয়।

স্ট্যানফোর্ডের মতো অনেক গবেষণাগারে প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা করতে হলে সরকারি কমিটির কাছে প্রস্তাব জমা দিতে হয় গবেষকদের। কমিটির অনুমতি পেলেই কেবল গবেষণা শুরু করা যায়। তবে প্রাণী ব্যবহার যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করা হয় এখন। এর বদলে বিকল্প পদ্ধতি, যেমন কোষ ও টিস্যু কালচার, কম্পিউটার সিমুলেশন ইত্যাদি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন অনেক গবেষক।

পর্যটকদের কাছে পছন্দের সেরা ১০টি দেশ

বিশেষ প্রতিবেদন।। বিশ্বের নানা দেশ তাদের সৌন্দর্য, সংস্কৃতি আর আতিথেয়তার মাধ্যমে পর্যটকদের মুগ্ধ করে। এর মধ্যে আবার কিছু দেশ আছে, যেগুলো ভ্রমণপ্রেমীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পর্যটকেরা ভ্রমণের জন্য এসব দেশে যেতে বেশি পছন্দ করেন। পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত এমন দেশগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ইউএস নিউজ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে 'বেস্ট কান্ট্রিজ ফর ট্যুরিজম' শীর্ষক র‍্যাঙ্কিংটি প্রকাশ করা হয়। তালিকায় শীর্ষস্থানে থাকা ১০ দেশের তথ্য প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

ইতালি- পর্যটনে সেরা দেশের তালিকায় দক্ষিণ-মধ্য ইউরোপের দেশ ইতালির অবস্থান শীর্ষে। মানচিত্রে দেশটিকে বুটজুতা- আকৃতির দেখায়। এই ভূখণ্ডের সীমান্ত ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতিহাসিক নগরী, বিশ্ববিখ্যাত রন্ধনশৈলী ও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য দেশটিতে প্রতিবছর চার কোটির বেশি পর্যটক ভিড় করেন। ইউরোপের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এটনার অবস্থানও ইতালিতে। এ ছাড়া দেশটির সীমানার ভেতরেই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রভ্যাটিকান সিটি ও সান মারিনোর অবস্থান।

লেওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পকর্ম থেকে শুরু করে মিলানের ফ্যাশন হাউস পর্যন্ত, ইতালির সংস্কৃতি সব সময়ই মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। পুরো দেশে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন গ্রিক, ইট্রাসকান ও রোমান সভ্যতার চিহ্ন। ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলের খাবার সারা বিশ্বের রন্ধনশিল্পীদের অনুপ্রেরণার উৎস।

স্পেন- ১৪৯২ সালে কয়েকটি ছোট স্বাধীন রাজ্য মিলে স্পেন গড়ে ওঠে। দেশটি সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আইবেরিয়ান উপদ্বীপের বড় একটা অংশ স্পেন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ছাড়া ভূমধ্যসাগরের বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, আটলান্টিক মহাসাগরের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আফ্রিকায় থাকা দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলও স্পেনের অন্তর্ভুক্ত। স্পেন তার ঐতিহাসিক শহর বার্সেলোনা ও মাদ্রিদের জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃতিসমৃদ্ধ আন্দালুসিয়া অঞ্চলও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। স্প্যানিশ সংস্কৃতি, বিশেষ করে ফ্লামেংকো নাচ ও তাপা খাবার বিশ্বজুড়ে পরিচিত। সেখানকার ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জও দর্শনীয় একটি স্থান।

ফ্রান্স- ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন পর্যটকেরা পশ্চিম ইউরোপের দেশ ফ্রান্স বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন দেশ। বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে ফ্রান্স বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। শুরুতে এটি ছিল একটি রাজ্য। পরে ক্রমান্বয়ে এটি সাম্রাজ্য ও আরও পরে গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত হয়। ফ্রান্সের সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ। ফরাসি সাহিত্যের শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। দেশটির চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্যেরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ফরাসি খাবার সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। ফ্রান্সের প্যারিস শহর, আইফেল টাওয়ার, ল্যুভর মিউজিয়াম ও প্রোভান্স অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

গ্রিস- গ্রিসের অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। স্বাধীন দেশ হিসেবে এর যাত্রাকাল উনিশ শ শতকে হলেও এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। গণতন্ত্রের প্রথম ধারণা তৈরি হয়েছিল গ্রিসেই। এ ছাড়া প্রাচীন অলিম্পিক গেমস শুরু হয় এখান থেকেই। পশ্চিমা বিশ্বের বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে গ্রিস। ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণ অংশজুড়ে রয়েছে গ্রিস। এখানে অনেক ছোট ছোট দ্বীপও আছে, যা এজিয়ান, আইয়োনিয়ান আর ভূমধ্যসাগরে ছড়িয়ে---ছিটিয়ে আছে। পাহাড়, সমুদ্র ও সুন্দর জায়গাগুলো গ্রিসকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পর্যটক সমাগমের দেশগুলোর একটিতে পরিণত করেছে। গ্রিসের প্রাচীন সভ্যতা, এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস ও সান্তোরিনি দ্বীপের সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

অস্ট্রেলিয়া- কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। অস্ট্রেলিয়ার মালিকানায় কিছু দ্বীপ আছে, যার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত তাসমানিয়া। ৪০ হাজার বছর ধরে এ ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস ছিল। এর পর আঠারো শ শতকে ব্রিটিশরা এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। আঠারো শ শতকের শেষ দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ, সেলটিক ও মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। তবে সাম্প্রতিক দশকগুলোয় ইংরেজির বাইরে অন্য ভাষাভাষী, প্রাথমিকভাবে এশিয়ার মানুষের অভিবাসনের মধ্য দিয়ে দেশটির জনমিতি ও সংস্কৃতি পাল্টে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মেলবোর্ন শহর ও আউটব্যাক অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সিডনির অপেরা হাউস ও, কুইন্সল্যান্ড উপকূলে অবস্থিত গ্রেট ব্যারিয়ার প্রবালপ্রাচীর অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান।

নিউজিল্যান্ড- দ্বীপরাষ্ট্র নিউজিল্যান্ড তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশের জন্য বিখ্যাত। দেশটির দক্ষিণ অংশে বিশাল পর্বতশ্রেণি ও দর্শনীয় সৈকত রয়েছে, যা 'লর্ড অব দা রিংস' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। পর্যটকেরা এখানে পাহাড়ি ট্রেকিং, সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণ ও প্রকৃতির মাঝে শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ পান। নিউজিল্যান্ডের উন্নত অবকাঠামো ও নিরাপদ পরিবেশ পর্যটনকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। দেশটি এখন বিশ্বমানের পর্যটন গন্তব্যগুলোর অন্যতম।

থাইল্যান্ড- থাইল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। যদিও দেশটির মোট জিডিপির মাত্র ৭ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। থাইল্যান্ডকে বলা হয় 'হাসির দেশ', যেখানে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ, সোনালি মন্দির ও ঝলমলে সৈকতের পাশে গড়ে উঠেছে ব্যস্ত আধুনিক নগরী। দেশটির সব জায়গায় বুদ্ধমূর্তির উপস্থিতি চোখে পড়ে। স্বাদে বৈচিত্র্য থাকায় (মিষ্টি, টক, ঝাল, তিতা, মসলাযুক্ত) থাই রান্না খাবার বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহর ও ফুকেট দ্বীপ পর্যটকদের মন কেড়ে নেয়।

সুইজারল্যান্ড- সুইস কনফেডারেশন নামে পরিচিত সুইজারল্যান্ড মধ্য ইউরোপের একটি ছোট দেশ। নিরপেক্ষ নীতির জন্য দেশটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এটি বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী দেশও। সেখানে বিশাল বরফে ঢাকা আল্পস পর্বতশ্রেণি, মনোমুগ্ধকর হ্রদ ও উপত্যকা আছে। মূলত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কারণে সুইজারল্যান্ড পর্যটকদের কাছে ভ্রমণের জন্য পছন্দের জায়গা। সুইজারল্যান্ডের বহু সংস্কৃতি, চারটি জাতীয় ভাষা ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল পর্যটকদের ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা দেয়।

মিসর- মিসর হলো উত্তর- পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। এর পূর্ব ও পশ্চিমে আছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। মিসরের প্রাণকেন্দ্রে আছে নীল নদ। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ও বিশাল সভ্যতাগুলোর একটি। ভূমধ্যসাগরের পাশে হওয়ায় মিসর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মিসরের বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম নীল নদকেন্দ্রিক। দেশটির চাষযোগ্য জমি সামান্য। পর্যটন, কৃষি ও উৎপাদনশিল্প মিসরের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। আরব বিশ্বের একটি সাহিত্যকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত মিসর। সেখানে সংগীতের মতো শিল্পকলাগুলো আরব, আফ্রিকান, ভূমধ্যসাগরীয় ও পশ্চিমা উপাদানের মিশেলে গড়ে উঠেছে।

কানাডা- উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশজুড়ে বিস্তৃত কানাডা। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কানাডার জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম এবং বেশির ভাগ মানুষ যুক্তরাষ্ট্র--- সংলগ্ন সীমান্ত থেকে ১২৫ মাইলের মধ্যে বসবাস করেন। কানাডার উত্তরে বিশাল বনাঞ্চল। অভিবাসীদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানোর সংস্কৃতির কারণে বিশ্বে কানাডার বেশ সুনাম রয়েছে। দেশটি ১৯৭১ সালে বহুসাংস্কৃতিকতাবাদকে জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত হয় ভীষ্মদেব স্মৃতি ছোটদের নাটক প্রতিযোগিতার। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একত্র লড়াই: ভারতের পদক্ষেপ, বিশ্বের অবশ্য অনুসরণীয়

শ্রী রাজনাথ সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য একটি অভিশাপ, একটি সভ্য সমাজের লালিত মূল্যবোধের জন্য অভিশাপ; এটি বিপ্লব, শহীদ হওয়ার ভুল ধারণা এবং সহিংসতার প্রতি একটি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'একজনের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা অন্যজনের কাছে সন্ত্রাসী' এই দাবিটি একটি বিপজ্জনক ভুল নামকরণ- প্রকৃত স্বাধীনতা কখনই ভয় এবং রক্তপাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসীদের মুদ্রা হলো ভয়।তবুও,ভয় ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা হতাশার অনুভূতি জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং ভারত এই সত্যের সাক্ষী। ২৬/১১ হোকবা২০০১ সালের ভারতীয় সংসদ আক্রমণ হোক বা সাম্প্রতিক পহেলগাম আক্রমণ, ভারত আগের চেয়ে আরও অনেক উঁচুতে বিরাজমান, আরও শক্তিশালী এবং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঐক্যবদ্ধ ভারতের কাছে সন্ত্রাসবাদ, তার বিকৃত আদর্শ এবং বিকৃত ব্যবহার উভয় দিক থেকেই ব্যর্থ হবে। এর অস্তিত্ব একদিনের জন্য হলেও- আমাদের সম্মিলিত বিবেক এবং শান্তির প্রতি অঙ্গীকারকে চ্যালেঞ্জ করছে। এই বিপদকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশ এবং ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারত দেখিয়েছে কিভাবে এটা করা যায়। দশকের পর দশক ধরে, আমরা পাকিস্তান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয়-পৃষ্টপোষকতাপূর্ণ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের শিকার। সাম্প্রতিক পহেলগাম হামলা ছিল ভারতীয় ঐক্য ভাঙার এবং জনগণের মধ্যে ভয় জাগানোর একটি নৃশংস এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সন্ত্রাসীরা যেভাবে পর্যটকদের হত্যা করার আগে তাদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করেছিল তাতে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান যখন বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় স্থানে ড্রোন এবং কামান ব্যবহার করে আক্রমণ করেছিল তখন ভারতীয় ঐক্যকে হুমকির মুখে ফেলার অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখা দেয়।

কোন ধর্মই এই ধরণের জঘন্য কাজকে অনুমোদন দিতে পারে না। সন্ত্রাসীরা কৌশলগতভাবে ধর্মের অপব্যবহার করে এবং তাদের বর্বর কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে।ধর্মের আড়ালে লুকিয়ে সন্ত্রাসীরা যে বিশ্বাসের দাবি করে এবং ধারণ করার ভান করে, তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ধর্মের এই অপব্যবহার আকস্মিক বা আবেগপ্রবণ নয়; এটি একটি ইচ্ছাকৃত কৌশল, নৃশংসতাকে মিথ্যা বৈধতা দেওয়ার জন্য একটি সাবধানে তৈরি করা কৌশল।

ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদের প্রতি আমাদের 'জিরো-টলারেন্স' বা আপোষহীন নীতি রয়েছে। আলোচনা এবং সন্ত্রাসবাদ একসাথে চলতে পারে না।পাকিস্তানের সাথে ভবিষ্যতের যেকোনো আলোচনা কেবল সন্ত্রাসবাদ এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের উপর কেন্দ্রীভূত হবে। এছাড়াও, যদি পাকিস্তান আন্তরিক হয়, তাহলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তাকে অবশ্যই হাফিজ সঈদ এবং মাসুদ আজহারের মতো জাতিসংঘ-নির্ধারিত সন্ত্রাসীদের হস্তান্তর করতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে, আমরা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল অনুসন্ধানের সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছি।আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আগে কেবল প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক (২০১৬), বালাকোট স্ট্রাইক (২০১৯) এবং এখন অপারেশন সিঁদুর (২০২৫)- এর মাধ্যমে, ভারত সন্ত্রাসবাদ এবং পাকিস্তানে থাকা তাদের দোসরদের প্রতি নীতির মৌলিক পুনর্মূল্যায়ন করেছে। এখন, আমরা বুঝতে পারি যে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের সাথে নৈতিক ও রাজনৈতিক অসম্মতি থাকাটা যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের নীতি হল সন্ত্রাসীরা যেখানেই থাকুক না কেন আমরা সক্রিয়ভাবে নির্মূল করব। যেকোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে এখন যুদ্ধের সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি ভারতের উপর সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়, তাহলে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী সরকার এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে পার্থক্য না করেই উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। যদি পাকিস্তান তার মাটি থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসীদের লাগাম টানতে না পারে, তাহলে তাদের অক্ষমতার মূল্য দিতে হবে।

"সন্ত্রাসের জন্য অর্থ নেই" শীর্ষক নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন বিরোধী তৃতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মনে করি যে একটি আক্রমণও অনেক বেশি এবং এমনকি একটি প্রাণহানিও অনেক বেশি। তাই, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।' অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে, ভারত সরকার এবং সশস্ত্র বাহিনী সমগ্র বিশ্বকে দেখিয়েছে যে আমরা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি "সুনির্দিষ্ট, পরিমাপিত এবং অ-উত্তেজক" অভিযানে, আমরা পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী পরিকাঠামোকে ধ্বংস করেছি, যেখান থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা সংগঠিত এবং পরিচালিত হয়েছে।

আমরা জানি যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, কিন্তু তাই কেবল যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসবাদীদের পরিকাঠামোর ভিত্তি ধ্বংস করা প্রয়োজন। যেহেতু পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তাই ভারত সফলভাবে পাকিস্তানকে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমরা সিন্ধু জল চুক্তি "স্থগিত" রেখেছি যতক্ষণ না পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্যভাবে এবং স্থায়ীভাবে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের প্রতি তার সমর্থনকে ত্যাগ করে। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে, যে দেশটিতে তার ১ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমির ৮০ এবং তার সামগ্রিক জল ব্যবহারের ৯৩ সিন্ধু নদী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে এবং ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে সহায়তা করে এবং পাকিস্তানের জিডিপির এক-চতুর্থাংশ অবদান রাখে।

সন্ত্রাসবাদ কেবল ভারতের সমস্যা নয়; এটি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই) অনুসারে, বছরের পর বছর ধরে সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর সম্মুখীন দেশগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলিকে কার্যকরভাবে ধ্বংস করতে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে, আমাদের টুকরো টুকরো প্রচেষ্টার বাইরে এগিয়ে যেতে হবে। পরিবর্তে, আমাদের একটি নীতিগত, ব্যাপক, ধারাবাহিক এবং সমন্বিত বৈশ্বিক কৌশল গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যে পাঁচটি মূল পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমে, "সন্ত্রাসবাদ" শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদ কী তা নিয়ে এখনও কোন ঐক্যমত্য নেই। ভারতের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কনভেনশনে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দেওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি আমরা পৌঁছেছি। শব্দার্থগত বিষয়গুলি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সীমাবদ্ধ করবে না; সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তদন্ত বা বিচারের জন্য, অথবা বিদেশ থেকে তাদের প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটি ব্যাপকভাবে গৃহীত সংজ্ঞা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, আমাদের কেবল সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাষ্ট্রগুলির অর্থায়নও বন্ধ করে দিতে হবে। বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং দাতা দেশগুলিকে স্বীকার করতে হবে যে পাকিস্তানের বেলআউট প্যাকেজের অপব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে এবং রাষ্ট্রীয়-পৃষ্টপোষকতাপূর্ণ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের জন্য ঋণে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করে। ভারত আইএমএফকে দেওয়া এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, 'আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি বিপজ্জনক বার্তা পাঠায়, অর্থবরাদ্দকারী সংস্থা এবং দাতাদের সুনামের ঝুঁকিতে ফেলে এবং বৈশ্বিক মূল্যবোধের উপহাস করে।' এতে কোন সন্দেহ নেই যে পাকিস্তানকে দেওয়া অর্থ সামরিক-সন্ত্রাসী কাজকর্মে ব্যয় হয় যা একটি অস্থিতিশীল বিশ্বের জন্য কাজ করে। অতএব, পাকিস্তানকে আবার এফএটিএফ দ্বারা ধূসর তালিকাভুক্ত করা দরকার এবং পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে তার সন্ত্রাসী কার্যক্রম ত্যাগ না করা পর্যন্ত যেকোনো অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তাদের ভূখণ্ডে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানকারী অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধেও একই মান ব্যবহার করা উচিত।

তৃতীয়ত, যা দীর্ঘদিন ধরে জানা ছিল কিন্তু এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় শক্তি একই মুদ্রার দুটি দিক। সম্প্রতি যখন চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য করা হয়েছিল, তখন ইউনিফর্ম পরিহিত সামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানে, একটি ধারাবাহিক হুমকি রয়েছে যে পারমাণবিক অস্ত্রগুলি অ-রাষ্ট্রীয় শক্তি সংস্থার হাতে শেষ হতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই গুরুতর ঝুঁকি স্বীকার করতে হবে এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রগুলিকে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত।

চতুর্থত, প্রক্সি যুদ্ধ একটি বিপজ্জনক হুমকি। যেসব দেশ তাদের প্রতিবেশীদের অস্থিতিশীল করার জন্য প্রতিবেশীদের ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন।সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রতিক্রিয়ার পরিধি এবং তীব্রতা নির্ভর করে না কোথায় ঘটে বা ক্ষতিগ্রস্তদের জাতীয় পরিচয়ের উপর। যখন কোনো দেশ নিজেদের সুবিধা বা স্বার্থের নিরীখে কোনো সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে, তখন এটি সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াকে দুর্বল করে তুলে, অপরাধীদের মনে আরও সাহস জোগায় এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য নীরব সম্মতি প্রদান করে।

পঞ্চমতঃ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা, বর্ধিত বাস্তবতা, জৈবপ্রযুক্তি এবং ন্যানোপ্রযুক্তির মতো উদীয়মান প্রযুক্তি গ্রহণের কারণে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলির আন্তর্জাতিক প্রভাব রয়েছে। এই কারণেই সন্ত্রাসীদের এই দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে যে ভয়সৃষ্টি করেছে তা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী সমন্বিত সহযোগিতা অপরিহার্য। এখন সময় এসেছে সমস্ত দেশকে একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমাবেশে স্বাক্ষর করার।

৯/১১ হামলার পর প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই ধরনের চুক্তির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "সন্ত্রাসবাদের জন্য যেকোনো আদর্শিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় যুক্তিকে আমাদের দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, "এখন থেকে, প্রতিটি দেশের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য যে উদ্বেগ রয়েছে তাকে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য আলিঙ্গন করতে হবে।"সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ নির্মূল করার প্রচেষ্টায় ভারত অবিচল রয়েছে। আমরা সকল শান্তিপ্রিয় দেশকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিলোনিয়া আদালত চত্বরে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ জুন:প্রতি ৫ই জুন সারা বিশ্বে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও সচেতন করা। আজ পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বিলোনিয়া আদালত চত্বরে বিচারপতিরা বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়ে বার্তা দিলেন পরিবেশকে ভু উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করুন বৃক্ষ রোপন করে।

বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটায় বৃক্ষ রোপন করে, এই পরিবেশ দিবস পালন করে জেলা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে।

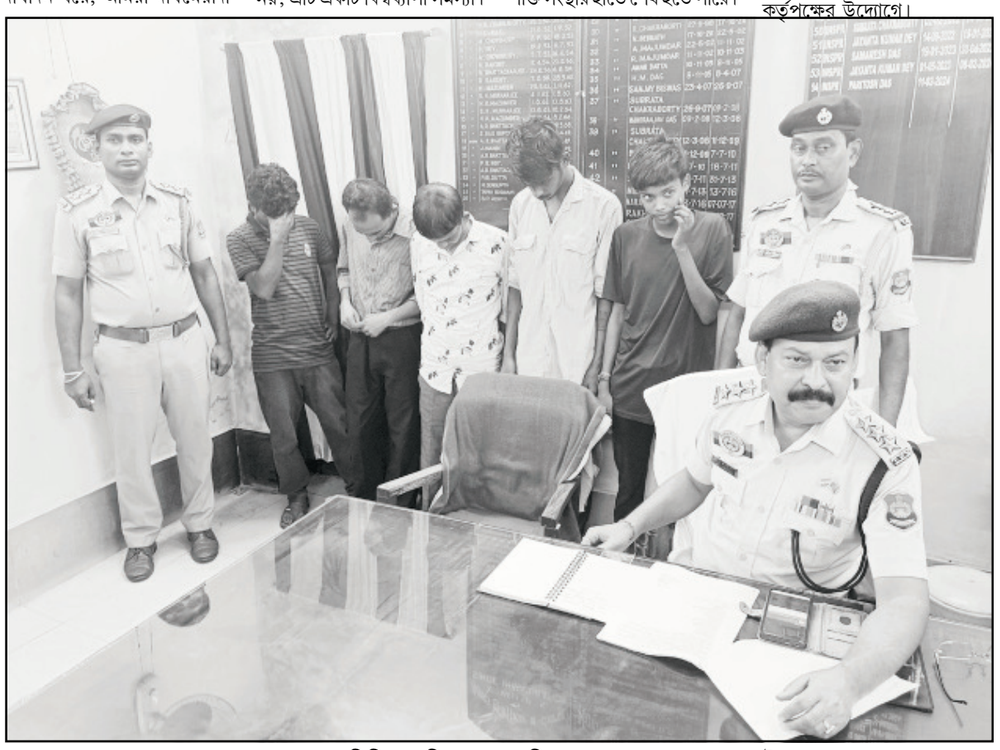

শুক্রবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার পুলিশ ৫ যুবককে চোর সন্দেহে আটক করে।

উত্তর কলমচৌড়া নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের উদ্যোগ, বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ জুন: গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও, এই স্লোগানকে সামনে রেখে, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে, নব ভারত উল্লাস সাক্ষরতা কার্যক্রমের উদ্যোগে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে, সাক্ষরতারস্কুলের মহিলাদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলকে নিয়ে এক বৃক্ষরূপনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনটি জায়গার মধ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আওতায় নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ছাতিয়ান টিলা উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর কলম চৌড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আরোগ্য যোজনা সেন্টারে, এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। বৃক্ষরোপণ শেষে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মিজানুর রহমান বলেন, এ পৃথিবীতে গাছের বিকল্প আর কিছু নেই, গাছ গাছালি বন জঙ্গল না থাকলে মানুষ এবং পশুপাখির অস্তিত্ব থাকবে না। গাছেই হচ্ছে মোদের জীবন জীবিকার একমাত্র আশা ভরসা। গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড জ্বালানি কাঠ সমস্ত কিছু পেয়ে থাকি শুধু তাই নয় ঔষধ এবং জীবনদায়ী ঔষধের একমাত্র গাছ গাছালি।

শিক্ষক দীপঙ্কর দেবনাথ বলেন বন্যপ্রাণীদের বাঁচার একমাত্র আবাসিক স্থল হল গাছ গাছালি বন জঙ্গল।প্রত্যেক সাক্ষরতা গ্রহণকারী মহিলাদের কাছে নিকট শিক্ষক দীপঙ্কর দেবনাথ অনুরোধ করে বলেন আপনারা ঘরের আঙ্গিনায় আশেপাশে ঔষধি গাছগাছালি, লাগাবেন কোন জায়গা খালি রাখবেন না। মনে রাখবেন আদরের ছেলে সন্তান। আপনার সঙ্গে বেইমানি করবে খাবার দাবার দেবে না গাছ আপনাকে বাঁচাবে, উপকার করবে তাই আমরা সকলে মিলে এগিয়ে এসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করুন। পরিশেষে বলেন পরিবেশ সুস্থ রাখ, বাঁচার মতো বাঁচতে হলে, গাছ লাগাও, সমাজ বাঁচাও, দেশ বাঁচাও।

আজকের এই মহতি কর্মসূচিতেউপস্থিত ছিলেন উত্তর কলম চৌড়া গ্রামের উপ প্রধান মিজানুর রহমান, আয়ুষ্মান আরোগ্য যোজনা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম পি ডব্লিউ অভিজিৎ দত্ত, উল্লাস নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের শিক্ষক দীপঙ্কর দেবনাথ এবং শিক্ষিকা আমিম আক্তার, অন্যান্য সমাজসেবক সেবিকা গণ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জুন: পাঁচ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে এক সচেতনতা মূলক কর্মসূচির আয়োজন করে জেলা কংগ্রেস কমিটি। পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এদিন জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে এক বর্ণাঢ্য রেলি বের করা হয়। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা রেলিতে অংশ নেন। প্ল্যাকার্ডগুলিতে লেখা ছিল "প্লাস্টিক বর্জন করুন", "গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান", "পৃথিবীকে ভালোবাসুন" ইত্যাদি সচেতনতামূলক বার্তা।

রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে বক্তারা পরিবেশ সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অজিত কুমার দাস, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক চয়ন ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক বাচিত চৌধুরী, সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ পাল, জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, কংগ্রেস নেতা সঞ্জীব ভট্টাচার্য, ধর্মনগর শহর কংগ্রেসের সভাপতি বিধানচন্দ্র দে সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বহু কংগ্রেস কর্মী। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অজিত কুমার দাস বলেন, "আজকের দিনটি শুধুমাত্র উদযাপনের নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশ রক্ষায় দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণের একটি সুযোগ।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 03/EE/DIV-I/AMC/2025-26 Dated : 02/06/2025
The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Mone	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 09/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	12,33,462	24,669	60 (Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 10/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	17,97,090	35,942	60 (Sixty) days
3	D.N.I.E.T No. 11/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	16,25,908	32,518	60 (Sixty) days
4	D.N.I.E.T No. 12/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	14,57,355	29,147	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 16/06/2025 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid : 16/06/2025 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
PNIe-T No:03/Div-II/AMC/2025-26 Dated : 30/05/2025

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No: 03/Div-II/AMC/2025-26	35,77,284.00	71,546.00	90(Ninety) days
2	DNIeT No: 23/Div-II/AMC/2025-26	22,69,442.00	45,389.00	90(Ninety) days
3	DNIeT No: 24/Div-II/AMC/2025-26	23,78,521.00	47,570.00	90(Ninety) days
4	DNIeT No: 25/Div-II/AMC/2025-26	4,96,458.00	9,926.00	60(Sixty) days
5	DNIeT No: 26/Div-II/AMC/2025-26	8,75,283.00	17,506.00	90(Ninety) days
6	DNIeT No: 27/Div-II/AMC/2025-26	8,08,680.00	16,174.00	90(Ninety) days
7	DNIeT No: 28/Div-II/AMC/2025-26	11,02,566.00	22,051.00	90(Ninety) days

Last date and time for document downloading/bidding:19/06/2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtaied from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Coroporation

PNIe-T-02/E.E/Div-IV/AMC/25-26 Date : 31/05/2025
Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works :

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No: 06/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62146_1	Rs 1,42,465	Rs. 2,849	60(Sixty) Days	21/06/2025 15.00 Hour	21/06/2025 16.00 Hours (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	DNIe-T No: 07/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62152_1	13,59,960	Rs 27,199	90(Ninety) Days				
3	DNIe-T No: 08/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62155_1	Rs 1,78,108	Rs. 3,562	60(Sixty) Days				
4	DNIe-T No: 09/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62158_1	Rs. 4,79,780	Rs. 9,596	90(Ninety) Days				
5	DNIe-T No: 10/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62160_1	Rs. 26,28,257	Rs. 52,565	120(One hundred Twenty) Days				
6	DNIe-T No: 11/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62164_1	Rs. 27,49,424	Rs. 54,988	90(Ninety) Days				
7	DNIe-T No: 11/DIV-Iv/AMC/25-26 Tender ID - 2025_SAMC_62167_1	Rs. 5,81,417	Rs. 11,628	90(Ninety) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division office of the Executive Enginer, P.W Div-IV, AMC at city Centre 4th Floor in the Office hour.
NB : This Detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at fre of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement webiste, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corpotation

কাজের সন্ধান

ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি পাশদের থেকে উঁচুপদে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে ট্রেনিং অফিসার, ট্রান্সলেটর সহ বিভিন্ন উঁচু পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উঁচুপদে চাকরির জন্য ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরে ৫৭টি বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৫ সালের অনলাইন রিক্রুটমেন্ট এপ্লিকেশনের (ওআরএ) মাধ্যমে ৪৯৩ জন তরুণ-তরুণীর নিয়োগ হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইউপিএসসি'র তত্বাবধানে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে।

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ করা যোগ্য প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা এবছর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো —

ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - লিগ্যাল অফিসার (মিনিস্ট্রি অফ এক্সটারনেল এফেয়ার্স)। শূন্যপদের সংখ্যা - ২টি। পদ ২টি অসংরক্ষিত। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১২ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৫০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - অপারেশন অফিসার (ডিজি ইন সিভিল এভিয়েশন)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১২১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫০টি, ইডব্লিওএস ১২টি, ওবিসি ৩৩টি, এসসি ১৮টি, এসটি ৮টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। গ্রুপ-এ, গ্যাজেটেড, নন-মিনিস্টেরিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - সায়েন্টিফিক অফিসার (কেমিস্ট্রি/ এক্সপ্লোসিভস)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১২টি। এর মধ্যে এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫টি পদ অসংরক্ষিত। নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। পদগুলি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড, নন-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এমএসসি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - সায়েন্টিস্ট বি (মেকানিক্যাল)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। পদটি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড, নন-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স/ বিই/ বিটেক পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদটি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১৩ এ১ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৪৮ বছর (ওবিসি প্রার্থীর জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে। এভাবে অন্যান্য পদগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১২ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ১২ জুন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরির পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘমেয়াদী ই-মেইল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এর জন্য দিন-তারিখ এবং কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লেকচারার, ডিআইইটি-র জন্য (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আর্মি অফিসার (টেরিটোরিয়াল আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কমিশনড অফিসার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনিং অফিসার, ট্রান্সলেটর (কেন্দ্রীয় সরকার),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-টু (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিলেশনশিপ ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (বীমা, ফিনান্স সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, অফিসার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি ও পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন,
বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

ন্যাশনাল হেলথ মিশনে ৮৩৯ জন নার্স এমপিডব্লিও, পিওন, ড্রাইভার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে স্টেট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ন্যাশনাল হেলথ মিশন), ত্রিপুরার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে অনুমোদিত সোসাইটি 'সফেন্দ'-এর মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেন্দ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি./ ৮(২২) / ২০২০/ পি-ওয়ান/ ২৫২৮, রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন নং - ০১/২০২৫-২৬ তারিখ ০৮-০৫-২০২৫ সেহামূলে 'সফেন্দ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে স্টেট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ন্যাশনাল হেলথ মিশন), ত্রিপুরার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার ইত্যাদি বিভিন্নপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ৩১-০৩-২০২৫ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১৬ জুনের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৬ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্ট অর্থাৎ ইউপিআই/ নেট ব্যাঙ্কিং-এ পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ ঃ অপথালমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ২০টি, ৬টি পদ অসংরক্ষিত (৩টি মহিলাদের জন্য), ৯টি এসটি'র জন্য (৩টি মহিলাদের জন্য) এবং ৩টি এসসি'র (১টি মহিলার জন্য) সংরক্ষিত। আইটেম নং - ২ ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর কীপার, শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত। আইটেম নং - ৩ ঃ সিনিয়র ট্রিটম্যান্ট সুপারভাইজর, শূন্যপদ ৩টি, ১টি পদ অসংরক্ষিত, ১টি এসটি ও ১টি এসসি'র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৪ ঃ হসপিটাল এডমিনস্ট্রেটর, শূন্যপদ ১টি, পদটি এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৫ ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট হসপিটাল এডমিনস্ট্রেটর, শূন্যপদ ১০টি, ৪টি পদ অসংরক্ষিত (২টি মহিলাদের জন্য), ৫টি এসটি'র জন্য (২টি মহিলাদের জন্য) এবং ১টি এসসি'র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৬ ঃ এইচএমআইএস অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ৬২টি, ৯টি পদ অসংরক্ষিত (৬টি মহিলাদের জন্য), ৩২টি এসটি'র জন্য (১১টি মহিলাদের জন্য) এবং ১৪টি এসসি'র (৫টি মহিলার জন্য) সংরক্ষিত। একইভাবে আইটেম নং - ১৫ ঃ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ৬টি, ৩টি পদ অসংরক্ষিত (১টি মহিলা প্রার্থীর জন্য), ১টি এসটি'র জন্য এবং ২টি এসসি'র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৩৮ ঃ কমিউনিটি হেলথ অফিসার, শূন্যপদ ১২৬টি, ৪০টি পদ অসংরক্ষিত (২৭টি মহিলাদের জন্য, এক্স সার্ভিসম্যান ১০টি), ৩৫টি এসটি'র জন্য (১২টি মহিলাদের জন্য, এক্স সার্ভিসম্যান ৬টি) এবং ১১টি এসসি'র (৪টি মহিলার জন্য, এক্স সার্ভিসম্যান ৩টি) সংরক্ষিত। এছাড়া, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার ইত্যাদি ইত্যাদি সহ সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক, ১১ মাসের জন্য। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, নিয়োগকারী দপ্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে অথবা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ডিআরডিও-তে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাজ্য সরকারের ডিআইইটি-র জন্য **লেকচারার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* টেরিটোরিয়াল আর্মিতে **আর্মি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় আর্মিতে **কমিশনড অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **ট্রেনিং অফিসার, ট্রান্সলেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৪৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট মিশনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার** ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ, এনএ-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **রিলেশনশিপ ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ফিনান্স সেক্টর বীমা সংস্থায় **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি ও পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন, বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৪৫৩ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার মাধ্যমে ডিফেন্স সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলা। মোট কথা, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট পাশ ৪৫৩ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ২৬, বিমানবাহিনীতে ৩২, অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে পুরুষ - ২৭৬ এবং মহিলা - ১৯। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (টু) ,২০২৫) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৭ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৭ জুন, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ১১/২০২৫. সিডিএস - টু, প্রকাশের তারিখ ২৮-০৫-২০২৫। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসির টোল ফ্রি নম্বরে। শূন্যপদগুলি হলো ঃ— ক্রমিক নং (১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ঃ শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি ঃ শূন্যপদ ২৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) এয়ার ফোর্স ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএসসি পাশ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৪) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (পুরুষ) ঃ শূন্যপদ ২৭৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৫) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (মহিলা) ঃ শূন্যপদ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৪ বছর। ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি বা আইএমএ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি বা আইএনএ-র ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-২০০২ থেকে ১-৭-২০০৭ এর মধ্যে। এয়ারফোর্স একাডেমি বা এএফএ-র ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-২০০২ থেকে ১-৭-২০০৬ এর মধ্যে। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ২,২৫,০০০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। আরও বিস্তারিত অর্থাৎ র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতনক্রম দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে দরখাস্ত পূরণ করার সময় পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা জানাতে হবে।

শুক্রবার আগরতলায় বিএলওদের নিয়ে একদিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র পাচারের অভিযোগে পাঞ্জাব পুলিশের জালে দুই; আটটি অস্ত্র উদ্ধার

চণ্ডীগড়, ৬ জুন : বড় সাফল্য পেয়েছে পাঞ্জাব পুলিশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স শাখা (অমৃতসর)। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্ত পার হয়ে অবৈধ অস্ত্র পাচারের সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্ত সুখচেইন সিং ও জগরাজ সিং-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মোট আটটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

পাঞ্জাবের পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) গৌরব যাদব জানিয়েছেন, যখন তারা পাকিস্তান-ভিত্তিক পাচারকারী নূরের পাঠানো অস্ত্রের চালান নিয়ে চলছিল নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ জানিয়েছেন, অভিযানে তিনটি গ্লক ৯ এমএম পিস্তল, চারটি পিএক্স৫ পিস্তল এবং একটি .৩০ বোর পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, অমৃতসর থানায় এই বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। এই চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

এদিকে একদিন আগেই আরেকটি বড় অভিযানে, সীমান্ত পার হয়ে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তৎপরতায় অমৃতসর কমিশনারেট পুলিশ দুটি আন্তর্জাতিক মাদক চক্র ভেঙে দেয়। এই অভিযানে ছয়জন মাদক পাচারকারী যার মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং চার কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। ডিজিপি গৌরব যাদব জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃত সেভেনবীর নামের এক অভিযুক্ত সরাসরি পাকিস্তান-ভিত্তিক পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং পশুপালনের ব্যবসার আড়ালে মাদক পাচার করতেন।

আরও একটি বড় সাফল্যে, বৃহস্পতিবার পুলিশ সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র পাচারকারী একটি চক্রের খোঁজ পায় এবং এর সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্ত সুরজপাল সিং এবং অর্শদীপ সিং-কে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে ছয়টি অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। ডিজিপি জানিয়েছেন, ধৃত সুরজপাল সিং পাকিস্তান-ভিত্তিক পাচারকারী রানা ও সিকান্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন।

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TRIPURA INVITES TENDER IN SEALED COVERS FROM BONAFIDE FIRMS/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF STORE ARTICLES (FORMS & STATIONERY) FOR USE OF THE WEST TRIPURA DISTRICT POLICE PERSONNEL FOR THE YEAR 2025-2026.

THE TENDERS/QUOTATIONS WILL BE RECEIVED AT THE SUPDT. OF POLICE (WEST) OFFICE ON 23-06-2025 FROM 10.30 HRS TO 15.00 HRS.THE TENDERS/ QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 16.00 HKS IN PRESENCE OF THE TENDERERS AT THAT TIME, IF POSSIBLE.

LIST OF STORE ARTICLES AND TERMS AND CONDITIONS REGARDING TENDER ARE AVAILABLE AT FORMS AND STATIONERY STORE, A.D.NAGAR POLICE LINE, AGARTALA, WEST TRIPURA FREE OF COST.

ICA/C/882/25

SUPERINTENDENT OF POLICE
WEST TRIPURA:: AGARTALA

Ref. No.18(82)/DIT/eOffice (Proc)/2024
Notice Inviting e-Tender
Date: 03.06.2025

Request for Proposal (RFP) is hereby invited for selection of Agency for supply and installation Biometric Finger print Device for smooth implementation of eOffice in Tripura. Details of tender document can be seen and downloaded from the website https://tripuratenders.gov.in online through the be and bids need to http://tripuratenders.gov.in only.

ICA/C-893/28

-Sd-
Director,
Directorate of Information Technology
Govt. of Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 04/EE/DIV-I/AMC/2025-26 Dated : 05/06/2025

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Mone	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 13/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	33,47,070	66,941	60 (Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 14/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	21,39,709	42,794	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 18/06/2025 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid : 18/06/2025 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

Project Management Unit, Tripura JICA Project
(Project for Sustainable Catchment Forest Management in Tripura)
Prakriti Bhawan, Gandhigram, West Tripura 799012
e-mail: tripurajica@gmail.com,
Website: jica.tripura.gov.in

ADVERTISEMENT

The Chief Executive Officer & Project Director, Tripura JICA Project (SCATFORM) invites application from eligible applicants for empanelment of Interpreter from Japanese and German to Bengali/Hindi/Kokborok to be engaged on assignment basis. Applications in prescribed profoma along with all relevant certificates must reach to the CEO & PD at the above address within 30th June 2025. For details regarding eligibility criteria, qualifications/experience, age, salary, etc., and to download the application proforma, please visit https://forest.tripura.gov.in/ or email us at tripurajica@gmail.com. Candidates may also visit the office for further information.

ICA/D-339/25

Sd/- Chief Executive Officer & Project Director
Tripura JICA Project (SCATFORM)

SHORT TENDER NOTICE
No.F.4(1)-PUR/AC/MS/N/DNR/2014/(Sub-III)/254k
Date:-03-06-2025

SHORT TENDER NOTICE FOR "HP Laser MFP 1188 NW Printer" for DISTRICT HOSPITAL, NORTH TRIPURA, DHARMANAGAR

A Short Quotation is hereby invited on behalf of District Hospital. North Tripura. Dharmanagar from Registered Proprietors/Agency/Supplier/Manufacturers in connection with "Laser Multifunction North Tripura. The detail of notice is posted on the website of Printer" for District Hospital www.northtripura.gov.in. www.tenders.gov.inwww.eprocure.gov.in and www.tripura.gov EL,

1. Date of Publication of Short Quotation 03.06.2025
2. Last Date of submission Short Quotation is 09.06.2025 upto 03.00 pm.
3. Date of opening Short Quotation 10.06.2025 if possible.
4. The details of Short Tender Notice along with terms and condition will be available from the office of the undersigned from 10:00 am to 3:00pm on all working days up to 09.06,2025. 03.00 pm.
5. The party shall be selected on the basis of the prequalification and Item wise least cost based. 6. The Medical superintendent of District Hospital. Dharmanagar. North Tripura, Government of Tripura. reserves the right to accept or reject any tender and extend the validity period of Tender without assigning any reasons.

ICA/C/896/25

MEDICAL SUPERINTENDENT
DISTRICT HOSPITAL, NORTH TRIPURA
DHARMANAGAR

আগামী তিন ঘণ্টায় ২০টি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

ভুবনেশ্বর, ৬ জুন: আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে ওড়িশার ২০টি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আজ দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে জারি হওয়া এই সতর্কতায় যেসব জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত, সেগুলি হল কোরাপুট, রায়গড়া, কন্ধমাল, নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি, নুয়াপাড়া, বৌধ, অঙ্গুল, ধেনকানাল, বালেশ্বর, জাজপুর, কটক, খুরদা, ময়ূরভঞ্জ, কেনঝর, সুন্দরগড়, ঝাড়সুগুড়া, দেওগড়, নায়াগড় এবং গজপতি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE-V/AGT/PWD(R&B)/2025-26, Dt: 03/06/2025.

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 18/06/2025 for the following works:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	09/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,26,295.00	Rs. 48,526.00	120 days
2	10/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 21,97,477.00	Rs. 43,950.00	120 days
3	11/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 21,10,699.00	Rs. 42,214.00	120 days
4	12/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 23,85,799.00	Rs. 47,716.00	120 days
5	13/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 23,18,008.00	Rs. 46,360.00	120 days
6	14/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,07,980.00	Rs. 48,160.00	120 days
7	15/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 20,72,979.00	Rs. 41,460.00	120 days
8	16/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 23,22,417.00	Rs. 46,448.00	120 days
9	17/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 23,85,355.00	Rs. 47,707.00	120 days
10	18/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,23,375.00	Rs. 48,468.00	120 days
11	19/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,16,088.00	Rs. 48,322.00	120 days
12	20/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,23,570.00	Rs. 48,471.00	120 days
13	21/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,09,992.00	Rs. 48,200.00	120 days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/888/25

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B) Agartala, West Tripura

ভারতের ডি. আর. আর অর্থায়ন ব্যবস্থা জাতীয়ভাবে স্থাপিত বিশ্বের বৃহত্তম ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছে: ডঃ পি কে মিশ্র

নয়াদিল্লি, ০৬ জুন : প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ পি. কে. মিশ্র, গত ৪ জুন ২০২৫ তারিখে জেনেভায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) অর্থায়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের একটি গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রেখেছেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আয়োজনের জন্য ইউএনডিআরআর এবং এর অংশীদারদের প্রশংসা করেন। জি-২০ সভাপতিত্বের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আলোচনাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অবদানকেও ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে।

ডঃ মিশ্র জোর দিয়ে বলেন যে, ডিআরআর এর অর্থায়ন পড়শিদের সমস্যা নয় বরং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতা এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকির মুখে উন্নয়ন লাভের সুরক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ভারতের বিশ্বাস পুনরায় উল্লেখ করে বলেন যে একটি শক্তিশালী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ডিআরআর অর্থায়ন স্থাপত্য স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তি।

ডিআরআর অর্থায়নে ভারতের যাত্রার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রাথমিক অর্থ কমিশনগুলির প্রাথমিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬০ মিলিয়ন টাকা (প্রায় ০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। আজ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অধীনে মোট ব্যয় ২.৩২ ট্রিলিয়ন টাকা (প্রায় ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছাড়িয়ে গেছে।

ডঃ মিশ্র ২০০৫ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন দ্বারা সমর্থিত জাতীয় স্তর থেকে রাজ্য এবং জেলা স্তরে পূর্ব-নির্ধারিত, নিয়ম-ভিত্তিক বরাদ্দের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, এই রূপান্তর নিশ্চিত করে যে দুর্যোগ অর্থায়ন প্রতিক্রিয়াশীল নয় বরং কাঠামোগত এবং পূর্বাভাসযোগ্য। চারটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে ভারতের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অর্থায়ন পদ্ধতির রূপরেখা তুলে ধরে শ্রী মিশ্র বলেন, প্রথমত, প্রস্তুতি, প্রশমন, ত্রাণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসর্গীকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং ঝুঁকিপূর্ণ সমাজের চাহিদার অগ্রাধিকার নির্ধারণ। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় সকল সরকারি স্তরে আর্থিক সম্পদের সহজলভ্যতা। চতুর্থ নীতি হলো জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফল যা সমস্ত ব্যয়কে পরিচালিত করে।

ডঃ মিশ্র জোর দিয়ে বলেন যে, দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন অবশ্যই জাতীয় মালিকানাধীন এবং পরিচালিত হতে হবে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা পরিপূরক হতে হবে। যদিও প্রতিটি দেশকে তার ব্যবস্থাকে তার শাসন কাঠামো, আর্থিক প্রেক্ষাপট এবং ঝুঁকি প্রোফাইলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, তবুও বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড এবং নির্দেশিকা অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সরকারি অর্থায়নের বাইরেও বিভিন্ন আর্থিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে তিনি উল্লেখ করেন যে, স্থানীয় ক্রয়ক্ষমতা এবং আর্থিক স্থায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঝুঁকি নির্ধারণ, বীমা এবং উদ্ভাবনী আর্থিক সরঞ্জামের মতো প্রক্রিয়াগুলি তৈরি করা উচিত।

বৈশ্বিক পর্যায়ে, ডঃ মিশ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ শূণ্যতা চিহ্নিত করেছেন: এটি হল ডিআরআর অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালীকরণে সহায়তা করার জন্য একটি উৎসর্গীকৃত আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। তিনি জাতিসংঘ ব্যবস্থা এবং বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থিত একটি বিশ্বব্যাপী সুবিধা তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন, যা অনুঘটক তহবিল, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং জ্ঞান বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতির বাইরে গিয়ে সুনির্দিষ্ট, সময়সীমাবদ্ধ ফলাফলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ভারত। ডঃ মিশ্র জাতীয়ভাবে পরিচালিত কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত ডিআরআর অর্থায়ন কাঠামো তৈরিতে নেতৃত্ব এবং সহযোগিতার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন।

আইএমডি-র পূর্বাভাস: বঙ্গোপসাগরে সম্ভাব্য নিম্নচাপ

ভুবনেশ্বর, ৬ জুন: ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি সম্ভাব্য নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে ওড়িশা রাজ্যে বৃষ্টি হতে পারে এবং চলমান প্রচণ্ড গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই নিম্নচাপের প্রভাবে ১৫ জুনের পর আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে এবং তাপপ্রবাহের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

আইএমডি-র তথ্য অনুযায়ী, সম্ভাব্য নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী ১০-১২ দিন পশ্চিম ও মধ্য ওড়িশার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকবে। কিছু কিছু জায়গায় এই পারদ ৫-৮ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এরই মধ্যে, উপকূলবর্তী জেলাগুলোর জন্য ৭ জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনে কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা আরও জানিয়েছেন, পশ্চিমী বাতাসের কারণে আর্দ্রতা বাড়বে, যা গরমকে আরও বেশি অনুভবযোগ্য করে তুলবে। তবে আশা করা যাচ্ছে, সম্ভাব্য নিম্নচাপের ফলে রাজ্যে বৃষ্টি হতে পারে এবং এই অতিরিক্ত গরম ও আর্দ্রতা থেকে মানুষ স্বস্তি পেতে পারেন।

Notice Inviting e-Tender
Tripura Tourism Development Corporation Ltd.

The Managing Director, (TTDCL) invites online item rate e-tender for

i) Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of Fibre-Reinforced with made 20 seater Luxury Boat (AC) powered Polymer (FRP) Yamaha/Suzuki/Tohatsu/Honda OBM, at Dumboor Lake, Tripura along vide Tender ID No:- with AMC Contract during the year 2025 2025 TTDC_62377_1, dated 05-06-2025, Tender Value- Rs. 4,00,00,000.00, Last Date of Dropping is 14-07-2025.

ii) Supply, Installation, Commissioning and maintenance of FRP made 10 seater Yatch alongwith flybridge powerd with Yamaha or Suzuki or Tohatsu or Honda OBM at Dumboor Lake, Tripura alongwith AMC during the year 2025-26 vide Tender ID No:- 2025 TTDC_62370 1, Dated 05-06-2025, Tender Value- Rs. 1,50,00,000.00, Last Date of Dropping is 14-07-2025.

iii) Supply, Installation, Commissioning and maintenance of Parasail Boat at Dumbbor Lake, Tripura along with AMC of 4 years during the year 2025-26 vide Tender ID No:- 2025 TTDC_62351_1, Dated 05-06-2025, Tender Value- Rs. 1,50,00,000.00, Last Date of Dropping is 14-07-2025.

For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail: tripuratourism09@rediffmail.com

ICA/C-900/25

Sd/-
Managing Director

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No:04/Div-II/AMC/2025-26 Dated : 31/05/2025

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No: 29/Div-II/AMC/2025-26	17,84,384.00	35,687.00	120 Days
2	DNIeT No: 30/Div-II/AMC/2025-26	11,23,129.00	22,463.00	90 Days
3	DNIeT No: 31/Div-II/AMC/2025-26	8,18,353.00	16,367.00	90 Days
4	DNIeT No: 32/Div-II/AMC/2025-26	7,03,358.00	14,067.00	90 Days
5	DNIeT No: 33/Div-II/AMC/2025-26	9,62,069.00	19,241.00	90 Days
6	DNIeT No: 34/Div-II/AMC/2025-26	19,01,223.00	38,024.00	120 Days
7	DNIeT No: 35/Div-II/AMC/2025-26	1,42,25,244.00	2,84,505.00	180 Days

Last date and time for document downloading/bidding:20/06/2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtaied from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Coroporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone : 0381-2385507
F.1-38/PH/Con/AMC/98/(SUB)-Iv)/2888-289 Date : 06/06/2025
Press Notice Inviting Quotation

Sl No.	Name of the job	Publishing Date	Bid Submission	Last date of the Submission	Technical Bid	Application Fees	EMD	Details are Available
1	Supply of 50 Nos on Bleaching Powder Bag with ISI Certified mark Grad-1 is Code-1065 (1989) At AMC DNIT No - 01/PH/AMC/2025-26	06/06/2025	06/06/2025	11/06/2025	12/06/2025 At 15.00 Hrs	Rs. 1000/- (One Thousand) Only	Rs. 50,000/ (Fifty Thousand) Only	https://tripuratenders.gov.in and www.agartalacity.tripura.gov.in

Tender is to be submit online only through https://tripuratenders.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

শুক্রবার আগরতলার পশ্চিম থানায় ভিএইচপি সমর্থকেরা এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য "ধম্মযাত্রা" বিশ্ব শান্তি ও সার্বিক মঙ্গলের বার্তা নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক অনন্য পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জুন ধর্মনগরের বুকে এক অনন্য দৃশ্যের সাক্ষী থাকল জনগণ। বিশ্ব শান্তি, মানসিক সুস্থতা ও সার্বিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হল এক বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান "ধম্মযাত্রা"। এই পদযাত্রা দক্ষিণ ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক মৈত্রী সেতু, সাবরুম থেকে শুরু হয়ে উত্তর ত্রিপুরার মনু বান্দরঘাটা, ধর্মনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
এই দীর্ঘ পদযাত্রায় অংশ নেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও প্রতিবেশী দেশগুলির বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। তাঁদের মূল বার্তা ছিল "ঢথনদ্বদ্রঞ্জত্রস্কণ্ঠখক্ষ ঞ্চদ্রন্ত্রদ্রন ঢত্রনন-ত্নত্ত্রদ্রত্বখদ্রত্ম ঢদ্রন্নত্ম ঞ্চত্রথত্বত্র"। সন্ন্যাসীরা নিরব পদক্ষেপে, ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন শান্তির আলো, মানবিকতা ও মৈত্রীর আহ্বান।যাত্রাপথে তাঁদের হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক পতাকা যা এই পদযাত্রার জাতীয় ও আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুদের স্বাগত জানান, তাঁদের অভ্যর্থনা করেন, কেউ জল ও ফল দিয়ে আপ্যায়ন করেন, আবার কেউ শুদ্ধ হৃদয়ে তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নেন শান্তির বার্তা।অংশগ্রহণকারীরা বর্ণাঢ্য আচার, ব্যানার ও বৌদ্ধ সংগীতের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেন। পদযাত্রা যেন রূপ নেয় এক চলমান ধ্যান-উৎসবে। গোটা পথজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক অপার শান্তি ও পবিত্রতার আবহ। এই ধম্মযাত্রা ছিল কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় কার্যক্রম নয় এটি ছিল এক সামাজিক ও মানবিক আহ্বান, বর্তমান পৃথিবীর অস্থিরতায় এক অন্তরঙ্গ আলোকবর্তিকা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগুরু ও শান্তিকামী নাগরিক। তাঁদের কথায় উঠে আসে এই বার্তা "এই ধরণের আধ্যাত্মিক উদ্যোগ বর্তমান যুগের বৈষয়িক প্রতিযোগিতা ও মানসিক অশান্তির মধ্যে আশার আলো দেখায়। এটি মানুষের মননে শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বীজ বপন করে।"অংশগ্রহণকারীদের মতে, এই ধম্মযাত্রা শুধু এক দিনের অনুষ্ঠান নয় বরং এটি শান্তি, ধ্যান ও মানবিক চেতনার এক দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন, যা বহুদিন ধরে মানুষের মন ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই পদযাত্রা প্রমাণ করল "যাত্রা যদি হয় ধ্যানময়, তা হলে তা হয়ে ওঠে বিশ্বমানবতার পথে চলার এক মাইলফলক।"

সমস্তিপুরে গ্রেফতার ৪ জন, তাদের মধ্যে রয়েছেন বরখাস্ত এএসআই; উদ্ধার ৪৫০-র বেশি তাজা কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র

পটনা, ৬ জুন : বিহারের সমস্তিপুরে একটি যৌথ অভিযানে শুক্রবার পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও সমস্তিপুর জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে গুলির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বরখাস্ত এক এএসআই-সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ, যা রাজ্যে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে ধরা হচ্ছে।
প্রধান অভিযুক্ত বরখাস্ত এএসআই সরোজ সিং ওরফে নিমকি সিংকে সমস্তিপুর জেলার মোহিউদ্দিন নগর থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গঙ্গা দিয়ারা গ্রামে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন পাতোরি রেঞ্জের সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার।
পুলিশ জানিয়েছে, সরোজ সিংয়ের বাড়ি থেকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৪৫০-রও বেশি জীবিত কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সরোজ সিংয়ের সঙ্গে স্থানীয় অস্ত্র চোরাকারবারিদের যোগাযোগ রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। অভিযান চলাকালীন সরোজ সিং ও তার স্থানীয় সমর্থকেরা পুলিশের ওপর গুলি চালায়। যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়েই শুরু হয় গুলিবর্ষণ। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয় পুলিশ। এর ফলে গোটা গ্রামে একপ্রকার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল।
অভিযানে অংশ নেওয়া বাহিনীর এক আধিকারিক জানান, সরোজ সিংয়ের বাড়িতে অভিযান চলাকালীন স্থানীয় কয়েকজন তার পক্ষে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি স্কুলের, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ জুন: কৈলাসহর পুর পরিষদের উদ্যোগে কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি স্কুলের, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাদের হাতে শংসাপত্র ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলাশিক্ষা দপ্তরের ওএসডি বেণীমাধব চক্রবর্তী, পুরো পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে, ডি সিএম হেমন্ত ধর প্রমূখ্য। আজকের ছাত্র আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্ররাই দেশ গড়ার মূল চাবিকাঠি এসব বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ মূলক বক্তব্য রাখেন চেয়ারপারসন চফলা রানী দেবরায় আজকে এই সম্বর্ধনা সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

১৯৮০ সালের ৬ জুন গণহত্যায় নিহত বাঙালিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো আমরা বাঙালি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: ১৯৮০ সালের ৬ জুন ত্রিপুরায় ভাতৃ-ঘাতী দাঙ্গা হয়েছিল। ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে দলীয় কার্যালয়ে শুক্রবার এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।
শুক্রবার আগরতলার শিবনগরে দলীয় কার্যালয়ে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালের ৬ জুনের গণহত্যায় নিহত বাঙালিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরা বাঙালি দলের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল ১৯৮০ সালের ৬ জুন দাঙ্গার তদন্তক্রমে উপযুক্ত সিবিআই তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন।
তিনি অভিযোগ করেছেন সিপিআইএম কংগ্রেস এবং বর্তমান সরকার উপজাতি তুষার নীতি গ্রহণ করে বাঙ্গালীদের নানাভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। দাঙ্গায় যারা নিহত হয়েছেন এবং উদ্বাস্তু হয়েছেন তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সরকারের সাহায্য প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ যারা দাঙ্গা করেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে সরকারি চাকরি প্রধানসহ নানাভাবে প্যাকেজ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে বলে আমরা বাঙালি রাজ্য সম্পাদক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ধরনের তুষার নীতি বন্ধ করে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত সহায়তা করা না হলে আমরা বাঙালি দল আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত গল্প বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বর্ডার গোল চক্কর এলাকার এক বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ বেনারসি শাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ বর্ডার গোল চক্কর এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ বেনারসি শাড়ি উদ্ধার করেছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল বর্ডার গোলচক্কর এলাকা থেকে প্রচুর পরিমানে বহি:দেশের বেনারসি শাড়ি উদ্ধার করে একটি বাড়ি থেকে। তবে বাড়ির মালিক পলাতক। বেনারসি শাড়ি গুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসে পশ্চিম আগরতলা থানা পুলিশ। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই শাড়িগুলি মজুদ রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ থানা দিয়ে সেগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ বেতন বঞ্চনার শিকার জোলাইবাড়ী ব্লকের টেকনিক্যাল এসিস্টেন্টরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ী, ৬ জুন: রাজ্যসরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে ব্লকের টেকনিক্যাল এসিস্টন্টরা। এরইমধ্যে জানাযায় দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ কোনো প্রকার বেতনছারাই কাজকরেযাচ্ছে টেকনিকেল এসিস্টন্টরা। এতেকরে সকলে খোবই অসুবিধার সম্মুখিন হতেহচ্ছে। তাই সকলে চাইছে নিজেদের পরিবার পরিচালনার জন্য উদের নায্যপাওয়া যেন প্রদানকরাহয়। এখন দেখার বিষয় এই বিষয়ে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সংবিধান বাঁচাও শীর্ষক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শান্তিরবাজারে বিক্ষোভ মিছিল এবং বাজার সভা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ জুন: সংবিধান বাঁচাও শীর্ষক জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শান্তির বাজার মহকুমায় বীরচন্দ্র মনু মনপাথর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল এবং বাজার সভা সংঘটিত করেন বকাফা ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে।
এই মিছিল বীরচন্দ্র মনু জাতীয় কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন জনপদ পরিক্রমণ করে অবশেষে বীরচন্দ্র মনু অটো সেন্টিকেটে এসে সমাপ্তি হয়। পরবর্তী সময়ে বীরচন্দ্র মনু অটো সেন্টার বাজার সভায় মিলিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শব্দ কুমার জমাতিয়া, আদিবাসী জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি জেলিম রিয়াং, জাতীয় কংগ্রেসের কমিটির ছাত্রনেতা আমির হোসেন, আদিবাসী জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি মনমোহন রিয়াং, জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ জেলা সভাপতি মৃদুল পাটারী সহ অন্যান্যরা। সভায় বক্তার আলোচনা করতে গিয়ে বিজেপির নরেন্দ্র মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

ত্রিপুরায় "বিকশিত কৃষি সংক্রান্ত অভিযান": কৃষকদের উন্নয়নে নতুন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: ২৯ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও পালিত হচ্ছে "বিকশিত কৃষি সংক্রান্ত অভিযান"। কৃষকদের সরকারি প্রকল্প ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করাই এর মূল লক্ষ্য। রাজ্যে প্রায় ১.৫ কোটি কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
উত্তর দেওছড়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এবং স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁরা জানান, কৃষির পাশাপাশি মৎস্য, পশুপালন ও অন্যান্য ক্ষেত্রেরও উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। এই উদ্যোগ ত্রিপুরার কৃষি খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

কভার ড্রেন নির্মাণের ফলে ফল জমছে দুর্গা চৌমুহনী বাজারে, অভিযোগ ব্যবসায়ীদের, পরিদর্শনে কর্পোরেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য কভার ড্রেন তৈরি করা হচ্ছিল দুর্গা চৌমুহনী এলাকায়। কিন্তু এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন দুর্গাচৌমুহনী বাজারের ব্যবসায়ীরা। বৃষ্টির জল বাজারে ও দোকান ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে। শুক্রবার বাস্তব সমস্যা খতিয়ে দেখলেন এলাকার কর্পোরেটর এবং স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আধিকারিকগণ।
স্মার্ট সিটি প্রকল্পে আগরতলা শহরের বিভিন্ন ড্রেন ঢাকার কাজ চলছে। যদিও সেই কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। কাজের গুণগতমান নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ড্রেন ঢাকার ফলে নতুন করে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। দুর্গাচৌমুহনী বাজার আগে কখনো প্লাবিত হয়নি।এবছর বৃষ্টির শুরুতেই প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে দুর্গা চৌমুহনী বাজার।
ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ড্রেন ঢাকার ফলেই জল জমছে বাজারে। বিশেষ করে দোকান ঘরেও। তাদের আরো অভিযোগ কভার ড্রেন তৈরি করা হয়েছে ঠিক কিন্তু নিচে যে সাটারিংগুলি লাগানো হয়েছিল সেগুলিও বের করা হয়নি। ফলে জল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। কেন এই সমস্যা আজ খতিয়ে দেখতে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আধিকারিক সহ সেই এলাকা পরিদর্শন করেন ১৮ নং ওয়ার্ড কর্পোরেট অভিষেক দত্ত। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন আধিকারিক গণ।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে খোয়াই এসডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ ওয়াইটিএফ-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ জুন: আজ খোয়াই মহকুমায়, ওয়াইটিএফ খোয়াই জেলা সভাপতি প্রসমিত দেববর্মা,ওয়াইটিএফ রামচন্দ্রঘাট ব্লক সভাপতি রীতান দেববর্মা, এবং ওয়াইটিএফ হলাহালি-আশারামবাড়ি ব্লক সভাপতি সপির দেববর্মা সহ ওয়াইটিএফ -এর কর্মীবৃন্দ মিলে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত ইস্যুতে খোয়াই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-র কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভুক্ত অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি, যারা বেআইনিভাবে এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছে বা অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যের জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানানো হয় যেন দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন ওয়াইটিএফ-এর খোয়াই জেলা সভাপতি সুহেল দেববর্মা সহ মোট ৮ জন প্রতিনিধি যথাক্রমে, ডঃ ফ্রাসমিল দেববর্মা (বর্তমান সভাপতি), রিহান দেববর্মা (আরসি ঘাট প্রধান), সজির দেববর্মা (আশারামবাড়ি), আন্দ্রেই দেববর্মা, ধ্যানজ্যোতি দেববর্মা, নেলসন দেববর্মা, সামির দেববর্মা (আশারামবাড়ি, ওয়াইটিএফ সম্পাদক, আরকু দেববর্মা (সংগঠন সম্পাদক।

অবশেষে কুখ্যাত সমাজদ্রোহী এবং ওসির গাড়ি ছিনতাইকারী ১৪ দিনের জেল হাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুন: শেষমেশ বিশালগড় থানার (এস আই)আইও রাকেশ দেবনাথ ওসির গাড়ি ছিনতাই মামলায় গত পরশুদিন তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ছিনতাইকারী জুয়েল আহমেদকে কোর্টে সোপর্দ করেন। আদালত দুদিনের পুলিশ কিমান মঞ্জুর করেন। পরিশেষে অর্থাৎ রিমান্ড রিমান্ড শেষ হওয়ার পর শুক্রবার সকালে পুনরায় কোর্টে পাঠালে আদালত ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। ছিনতাইকারীর বাকি তিনজন পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বাকি তিনজনকেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করবে বলে খবর।
প্রসঙ্গত, বিশালগড় মহিলা থানার ওসির গাড়ি ছিনতাইকারী ও সমাজদ্রোহী জুয়েল আহমেদকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে তার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ শব্দবাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ।পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুধবার সন্ধ্যায় মধুপুর থানাধীন জুয়েল আহমেদের শ্বশুরবাড়ি এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তবে বিশালগড় থানার ওসি সনজিৎ সেন জুয়েল আহমেদকে জেরা করে বাকি তিনজন ছিনতাইকারীর নাম সামনে আসবে বলে সাংবাদিকদের জানান। বিশালগড় থানায় দুদুটি ছিনতাই কান্ডের মধ্যে বিশালগড় মহিলা থানার ওসির গাড়ি ছিনতাই মামলা নম্বর ৪২ /২০২৫ ইং মূলে বুধবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হয় কুখ্যাত সমাজদ্রোহী জুয়েল আহমেদ। বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে সোপার্দ করা হবে বলে জানান ওসি সনজিৎ সেন।

ড্রোন ব্যবহার করে

● প্রথম পাতার পর
উৎপাদন করছি,' বলেন তিনি। মন্ত্রী নাগরিকদের "প্রধানমন্ত্রী মুফৎ বিদ্যুৎ যোজনা"-র সুবিধা নেওয়ারও আহ্বান জানান, যা সৌর প্যানেল স্থাপনে ভর্তুকি, ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে। 'এটি বিদ্যুৎ বিল কমাবে, বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আয়েরও সুযোগ দেবে,' বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী।
বিদ্যুৎ চুরি রোধে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা অবৈধ হুকলাইন শনাক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি, এবং জনসাধারণও সহযোগিতা করছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে "সৌভাগ্য যোজনা"-র অধীনে ১.৩৬ লক্ষের বেশি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।'
তিনি আরও বলেন, 'গত সাত বছরে আমরা বিনামূল্যে বাসস্থান, রেশন ও জল সংযোগ দিয়েছি। আগের সরকারগুলোর আমলে এগুলো ছিল না। আজ নাগরিকরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" ভিশনের সুবিধা পাচ্ছেন।' শেষে তিনি নাগরিকদের সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও চুরি ও অপচয় রোধে সরকারকে সহায়তা করার আবেদন জানান। 'আমরা আগামী দিনগুলোতে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতকে ভবিষ্যত-প্রস্তুত করতে আরও উন্নত প্রযুক্তি আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।বিদ্যুৎ চুরি ও অবৈধ হুকলাইন রোধে ড্রোন ব্যবহার করবে সরকার,' বলেন মন্ত্রী।

খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর
পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, বন্যা কবলিত ব্যক্তিদের যারা ক্যাম্প থেকে ফিরে আসবেন রেগার ১৫ দিনের বিনামূল্যে রেশনও দেওয়া এবং আসন্ন বন্যার আগে আগাম প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত নৌকা এবং ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধ করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
তাছাড়া, নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাটা খাল বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাওড়া নদী ও কাটা খালের নাব্যতা উন্নত করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আগরতলায় বন্যার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হোক।

৬ দিন অতিক্রান্ত হলেও নিস্ক্রিয় প্রশাসন, বৃষ্টিতে ধস নেমে গ্রামের একমাত্র রাস্তা বন্ধ কৈলাসহরে

আগরতলা, ৬ জুন : পাহাড় ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বাঘাছড়া গ্রামের। ৬ দিন অতিক্রান্ত হলেও প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাঘাছড়া গ্রাম বর্তমানে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে সময় পার করছে। প্রবল বর্ষণে পাহাড় ধসে গ্রামের একমাত্র ইট-সলিং রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, পাশ দিয়ে প্রবাহিত বাঘা ছড়ার অতিরিক্ত জলের চাপে রাস্তার একাংশ ভেঙে পড়েছে।
ফলে গত এক সপ্তাহ ধরে গ্রামে কোনো যানবাহন ঢুকতে পারছে না, এমনকি ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে নেওয়াও হচ্ছে দুরূহ। কৃষকদের জমি ও সবজি ক্ষেতও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানায়, পূর্ত দপ্তর বিগত তিন বছর ধরে শুধু মাপজোক করেই দায়িত্ব শেষ করেছে, কোনো কাজের উদ্যোগ নেয়নি।
চলতি সপ্তাহে গৌরনগরের বিডিও এলাকা পরিদর্শন করলেও তিনি জানান, রাস্তাটি সংস্কারের জন্য তাঁর কাছে কোনো ফান্ড নেই। গ্রামবাসীরা নিরুপায় হয়ে নিজেরাই অস্থায়ীভাবে রাস্তা মেরামতের কাজ করছেন। গ্রামবাসীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি"অবিলম্বে পাহাড় কেটে ও গার্ডওয়াল নির্মাণ করে রাস্তা পুনঃনির্মাণ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।"স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের নীরব ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাঘাছড়ার বাসিন্দারা।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের জরাজীর্ণ অবস্থা, মেরামতের আশ্বাস বিধায়কের

আগরতলা, ৬ জুন: অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে। দপ্তর উপেক্ষা করলেও বামুটিয়ার বিধায়ক জরাজীর্ণ অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র মেরামতের আশ্বাস দেন। সিডিপিও মোহনপুরের অধীন বামুটিয়া বিধানসভার ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র পরির্দশন করেন স্থানীয় বিধায়ক নয়ন সরকার।এই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রটির ছাদের টুলি নেই, ছিদ্র হয়ে আছে টিন,বৃষ্টির জল শিশুদের উপর,তাই শিশুদের বুনিয়াদি শিক্ষায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে এবং বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার এই পরিদর্শন নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন শিবির অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রটি চরম বেহাল দশায় পরিণত।

অপারেশন সিঁদুর ছিল

● প্রথম পাতার পর
তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। পাকিস্তানি কাপুরুষরা অদিলের মতো নিরীহ মানুষদের হত্যার মাধ্যমে কাশ্মীরকে থামাতে চেয়েছে।'
তিনি 'অপারেশন সিঁদুর' উল্লেখ করে বলেন, 'ঠিক এক মাস আগে পাকিস্তান-ঘাঁটিতে থাকা জঙ্গিদের নিধন করে ভারতীয় বাহিনী দেখিয়ে দিয়েছে শত্রুকে কীভাবে জবাব দিতে হয়। আজ পাকিস্তান অপারেশন সিঁদুরের নাম শুনলেই লজ্জায় মুখ ঢাকে।' সাথে তিনি যোগ করেন, "পাকিস্তান কোনোদিন কল্পনাও করেনি যে ভারতীয় সেনা তাদের ভেতরে ঢুকে জবাব দেবে, তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করে দেবে। অপারেশন সিঁদুর ছিল 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর প্রতীক। আজ বিশ্ব ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির প্রশংসা করছে।" কাশ্মীরের যুবসমাজকে প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীরের যুবকরা এখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তৈরি করে ফেলেছে। ওঁরা জানেন কিভাবে জবাব দিতে হয়।' পাকিস্তানি গোলাগুলিতে সীমান্তবর্তী এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অতিরিক্ত সাহায্যের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'যাদের বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে, তারা পাবেন অতিরিক্ত ২ লাখ টাকা এবং যাদের সামান্য ক্ষতি হয়েছে, তারা পাবেন ১ লাখ টাকা।' শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় তুলে আনা, যাতে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়।" এই সভায় উপস্থিত মানুষের বিপুল করতালিতে বারংবার প্রতিধ্বনিত হয় দেশপ্রেম, আত্মনির্ভরতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্পের বার্তা

চুরি যাওয়া বাইক সহ তিন

● প্রথম পাতার পর
এরই মধ্যে ধলেশ্বরের দিকে যাওয়ার পথে এক মহিলা ছিনতাইকারীদের শিকার হয়েছেন। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গলার চেইন ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরবর্তী সময়ে পুলিশী তদন্তে তিনি ছিনতাইকারীদের চিনতে পারেন। ছিনতাইকারীরা হলেন, ক্ষিতীশ সরকার, বিনয় সেন এবং অমিত দেববর্মা। এর মধ্যে ক্ষিতীশ সরকার নামে এক কুখ্যাত ছিনতাইবাজ রয়েছে এর আগেও পূর্ব থানায় মামলা রয়েছে বলে জানান এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায়।

ঈদ-উল-জোহা উপলক্ষ্যে

● প্রথম পাতার পর
প্রতীক। তাছাড়া এটি মুসলমানদের হজ যাত্রা সম্পন্ন হওয়ার বার্তাও বয়ে নিয়ে আসে। ঈদ-আল-আদহা উৎসব ত্যাগের প্রতীক। এই উৎসবের অন্যতম অংশ হলো কোরবানি। ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই উৎসবটি ধু-আল-হিজা মাসের দশম দিন পালন করা হয়। এই দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন নতুন কাপড় পরিধান করে মসজিদে যান এবং আল্লার প্রতি শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেন।"
শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন এই উৎসব রাজ্যের জনগণের জন্য আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ বয়ে নিয়ে আসবে।

শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনে স্বামী-সন্তান

● প্রথম পাতার পর
কন্যা সন্তানকে নিয়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে। অসহায় গৃহবধূ চাইছে স্বামী, দুই কন্যা সন্তান সহ যেন বাড়িতে ঠাঁই পায়।
জানা যায়, বিলোনিয়া ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের সুকান্ত নগর পঞ্চায়েতের শুকলাল দাসের সাথে মিনাক্ষী বেগম দাসের দশবছরের সংসার। মিনাক্ষী মুসলিম হওয়ার সুবাদে মেনে নিতে পারেনি শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মিনাক্ষীর উপর চলে দিনের পর দিন শারীরিক মানসিক নির্যাতন এবং অত্যাচার। স্বামী শুকলাল দাস মিনাক্ষীর উপর অত্যাচারের বিষয়ে মুখ খুললে তাকেও নাকি মারধর করে বলে অভিযোগ। সব অত্যাচার সহ্য করে মিনাক্ষী শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাইলেও আর হয় নি। শেষ পর্যন্ত মারধর করে শ্বশুর বাড়ির লোকজন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মিনাক্ষী বেগম দাস সহ স্বামী ও দুই কন্যা সন্তানকে তাড়িয়ে দেয় গত সাত দিন আগে বলে অভিযোগ। অসহায় হয়ে উত্তর বিলোনিয়া স্কুল মাঠের খোলা আকাশের নিচে ঠাই নিতে হয়েছে। অসহায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ কি স্বামী সহ দুই কন্যা সন্তানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকতে প্রশাসনের কি ভূমিকা থাকবে সেই দিকে তাকিয়ে বুদ্ধিজীবী মহল।

সন্দেহভাজন জঙ্গি

● প্রথম পাতার পর
যিনি ৫ জুন বিষ্ণুপুর জেলার ওয়াঙ্গু আহাল্লুপ মায়াই লেইকাই এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনি উপত্যকা অঞ্চলের সাধারণ নাগরিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা আদায়ে যুক্ত ছিলেন। সালাম অমরজিৎ সিং (৩৭), হিজাম আনন্দ সিং (২৭), ও শরুবম শরৎ সিং (২৮): তিনজনই আরপিএফ/পিএলএ-র সন্দেহভাজন সদস্য। ৫ জুন ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার খুদেইবান লমপাক সংলগ্ন তাওথং খুনৌ এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তারা প্রত্যেকেই ইম্ফল ইস্ট জেলার আন্দ্রো খুনৌ তোরংথেল এলাকার বাসিন্দা।
নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও চলবে এবং চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম সহনশীলতা দেখানো হবে না। এই ধরনের অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জঙ্গি সংগঠনগুলি রাজ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপ রুখতে নিরাপত্তা বাহিনী সর্বদা তৎপর।

ক্রীড়া দপ্তরের বীমার সুবিধা পেতে বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে একটি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম লিংক শেয়ার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমস্ত জেলার বক্সিং খেলোয়াড়দের ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এতে অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এবং ফেডারেশন এর কাছে খেলোয়াড়দের সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত থাকবে। যেমন জন্ম তারিখ, বিশেষ করে বয়সের প্রমাণ পত্র সঠিক রাখতে এই ব্যবস্থাপনা ন এছাড়া, ৪ লক্ষ টাকার একটা ইন্সুরেন্স প্রত্যেক খেলোয়াড়গনদের করা হবে। তা হবে রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী দপ্তর থেকে সকল খেলোয়াড়দের ইন্সুরেন্স দিচ্ছে বিনামূল্যে ন খেলোয়ারগনদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে একটি ইউআইডি নাম্বার তৈরি হবে যা প্রত্যেক খেলোয়াড়গনের ইমেল আইডিতে আসবে আইডেন্টিটি কার্ড হিসাবে। গুরুত্বপূর্ণ পিডিএফ ফাইলটি ভবিষ্যতে যেকোনো বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ হলে তা প্রয়োজন পড়বে। এই ইউ আই ডি আইডেন্টি কার্ড ছাড়া কোন কম্পিটিশন করা যাবে না জ্জ তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম জ্জ ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড়গণ অর্থাৎ বক্সারদের এই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন লিংক এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে আহ্বান করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ হল ২০ই জুন, ২০২৫। তাছাড়া ২০ই জুন থেকে ২৭শে জুন এর মধ্যে প্রত্যেক খেলোয়াড়গনের ইমেল আইডিতে ইউআইডি কার্ড চলে আসবে। তা ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করতে হবে ন তা ভবিষ্যতে খেলোয়াড়গণদের জাতীয় স্তরের কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে বিশেষ সুবিধা হবে।

ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সম্পাদক সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

চার বারের চ্যাম্পিয়ন শিয়নটেককে উড়িয়ে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কা, অনামি বোয়াসঁর স্বপ্নের দৌড় থামালেন গফ

হারলেন 'লাল সুরকির রানি'। ২৬ ম্যাচ পরে ফরাসি ওপেনে কোনও ম্যাচ হারলেন ইগা শিয়নটেক। কোয়ার্টার ফাইনালে পিছিয়ে থেকেও এলিনা রিবাকিনার বিরুদ্ধে ফিরেছিলেন শিয়নটেক। কিন্তু সেমিফাইনালে এরিনা সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে সেটা করতে পারেননি তিনি। শিয়নটেককে তাঁর পছন্দের কোর্টে হারালেন সাবালেঙ্কা। তিন সেটের লড়াই (৭-৬, ৪-৬, ৬-০) জিতলেন তিনি। তৃতীয় সেটে শিয়নটেককে দাঁড়াতে দেননি বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। অপর সেমিফাইনাল জিতলেন দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ। এ বারের ফরাসি ওপেনের চমক 'ওয়াইল্ড কার্ড' লস বোয়াসঁকে স্টেট সেটে (৬-১, ৬-২) হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন আমেরিকার গফ। ফাইনালে লড়াই এক বনাম দুইয়ের।এর আগে তিন বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন সাবালেঙ্কা। কিন্তু প্রথম বার হার্ড কোর্টের বাইরে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন বেলারুসের তারকা। ২০২০ সালে প্রথম বার ফরাসি ওপেন জিতেছিলেন শিয়নটেক। ২০২২ থেকে পর পর তিন বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পোল্যান্ডের তারকা। এ বার খুব একটা ছন্দে দেখাচ্ছিল না তাঁকে। জিতলেও সেই দাপট দেখাতে পারছিলেন না। গত ম্যাচে রিবাকিনার কাছে হারতে হারেত ফিরে আসেন। এই ম্যাচে পারলেন না। ২ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের লড়াইয়ে হার মানলেন তিনি।এই নিয়ে দ্বিতীয় বার দুই তারকার দেখা হল। এর আগে ২০২২ সালের ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে শিয়নটেকের কাছে হারতে হয়েছিল সাবালেঙ্কাকে। সেই হারের বদলা নিলেন সাবালেঙ্কা।ফিলিপ শঁতিয়ে কোর্টে এই ম্যাচে ছাদ ঢাকা ছিল। প্যারিসে বৃষ্টি হওয়ায় ছাদ ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে হাওয়ার কোনও প্রভাব পড়েনি খেলায়। প্রথম গেমেই শিয়নটেকের সার্ভিস ভাঙেন সাবালেঙ্কা। তৃতীয় গেমেও একই ছবি। ৩-০ এগিয়ে যান তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল সহজেই হারবেন শিয়নটেক। কিন্তু তিনিও এই কোর্টকে হাতের তালুর মতো চেনেন। ফিরে আসেন শিয়নটেক। ৬-৫ থেকে সাবালেঙ্কার সার্ভিসে ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচান তিনি। সেই গেম জিতেও নেন। খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে আবার দাপট দেখান সাবালেঙ্কা। তাঁর জোরালো সার্ভিসের সামনে দাঁড়াতে পারেননি শিয়নটেক। টাইব্রেকারে জিতে এগিয়ে যান সাবালেঙ্কা।দ্বিতীয় সেটে আবার উল্টো ছবি। শুরুতেই সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভাঙেন শিয়নটেক। পিছিয়ে পড়েন শীর্ষবাছাই। তৃতীয় গেমে আবার সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভাঙেন শিয়নটেক। ফলে সেই সেটে আর ফিরতে পারেননি সাবালেঙ্কা। ৪-৬ সেট খোয়াতে হয় তাঁকে। সমতা ফিরিয়ে আশা জাগান শিয়নটেক। এ ভাবেই রিবাকিনার বিরুদ্ধে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু তৃতীয় সেটে বিস্ময়কর টেনিস খেললেন সাবালেঙ্কা।মহিলাদের সার্কিটে সাবালেঙ্কার মতো 'মুডি' খেলোয়াড় খুব কম রয়েছে। তিনি ছন্দে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন। আবার অনেক সময় এত খারাপ খেলেন যে নিজেও অবাক হয়ে যান। তৃতীয় সেটে সেরা ফর্মের সাবালেঙ্কাকে দেখা গেল। একের পর এক উইনার মারলেন তিনি। একটা সময় শিয়নটেককে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, হার মেনে নিয়েছেন। তৃতীয় সেটে একটা গেমও জিততে পারলেন না শিয়নটেক। গোটা ম্যাচে ১০টা ব্রেক পয়েন্ট পেয়েছিলেন সাবালেঙ্কা। আটটা কাজে লাগান তিনি। সার্ভিস ধরে রাখতে না পারার খেসারত দিতে হয় শিয়নটেককে।অপর সেমিফাইনালে ফরাসি বোয়াসঁর দিকে নজর ছিল সকলের। 'ওয়াইল্ড কার্ড' হিসাবে ঢুকে কোয়ার্টার ফাইনালে তৃতীয় বাছাই জেসিকা পেগুলা ও সেমিফাইনালে ষষ্ঠ বাছাই মিরা আন্দ্রিভাকে হারিয়েছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে অবশ্য গফের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না বোয়াসঁ। মাত্র ১ ঘণ্টা ৯ মিনিটের লড়াই জিতে নিলেন গফ। নিজের দ্বিতীয় ফরাসি ওপেন ফাইনালে উঠলেন গফ।সেমিফাইনালে গফের বিরুদ্ধে সার্ভিস ধরে রাখতে সমস্যায় পড়েন বোয়াসঁ। প্রথম সেটে মাত্র একটা সার্ভিস ধরে রাখতে পারেন তিনি। দ্বিতীয় সেটেও এক বারই নিজের সার্ভিস থেকে পয়েন্ট পেয়েছেন বোয়াসঁ। এক বার গফের সার্ভিস ভেঙেছেন তিনি। অন্য দিকে গোটা ম্যাচে বোয়াসঁর বিরুদ্ধে সাত বার সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পেয়ে ছ'বার তা কাজে লাগান গফ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, সেমিফাইনালের চাপ নিতে পারছেন না বোয়াসঁ। তাঁর মনঃসংযোগে সমস্যা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে নিজের মনঃসংযোগ ফেরানোর চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু পারেননি। ম্যাচ হারলেও অবশ্য মন জিতেছেন ফরাসি খেলোয়াড়। তিনিই প্রথম যিনি 'ওয়াইল্ড কার্ড' হিসাবে ঢুকে ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে খেললেন।

বেঙ্গালুরু-কাণ্ডে কোহলির পর মুখ খুললেন আরসিবির ক্রুণালও, কী বললেন ফাইনালের নায়ক

বেঙ্গালুরুতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয়ের উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আহত ৩৩ জন। এই ঘটনায় বেঙ্গালুরুর প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে বুধবার মুখ খুলেছিলেন বিরাট কোহলি। দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মুখ খুললেন ক্রুণাল পাণ্ড্য। তিনি জানিয়েছেন, সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটবে তা তাঁরা ভাবতে পারেননি।ইনস্টাগ্রামে ক্রুণাল লেখেন, "গত কালের অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা এক হৃদয়বিদারক ঘটনায় পরিণত হল। ওই দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে আমার সমবেদনা।" এর আগে এই ঘটনায় আরসিবির বিবৃতি সেই সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে কোহলি লিখেছেন, "ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।"বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর পরেও স্টেডিয়ামের ভিতরে উল্লাস চলে। নাচ-গান হয়। ট্রফি নিয়ে উৎসব করেন কোহলিরা। যদিও তার ৬ ঘণ্টা পর আরসিবি কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে জানায়, পদপিষ্টের খবর তাঁরা প্রথমে জানতেন না।আরসিবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বিকালে দলের ফেরা উপলক্ষে বিশাল জনসমাগম হয়েছিল বেঙ্গালুরু জুড়ে। আমরা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছি, সেই জমায়েতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। সকলের নিরাপত্তা এবং সুস্থতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরসিবি কর্তৃপক্ষ মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা।" আরসিবি কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে আরও লিখেছেন, "ঘটনার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত কর্মসূচি পরিবর্তন করেছি। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ এবং পরামর্শ মতো পদক্ষেপ করেছি। আমাদের সব সমর্থককে নিরাপদে থাকতে অনুরোধ করছি।" সেই বিবৃতিই সমাজমাধমে ভাগ করে নেন কোহলি। তাতে মন্তব্য করেন অনুষ্কা শর্মাও।চিন্নাস্বামীতে অনুষ্ঠানের আয়োজক কর্নাটকের ক্রিকেট সংস্থা মৃতদের পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। কেএসসিএ কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, "প্রিয়জনকে হারানো পরিবারগুলির জন্য আরসিবি এবং কেএসসিএ যৌথ ভাবে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করছে। আমাদের আশা, শোকের সময় এই পদক্ষেপ তাঁদের জন্য কিছুটা সহায়ক হবে। তাঁরা হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। এই ক্ষতিপূরণ কখনও মানুষের জীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না। তেমন উদ্দেশ্যও নেই আমাদের। এই কঠিন সময়ে আমরা শুধু পরিবারগুলির পাশে থাকতে চাইছি। আশা করি আমাদের অবস্থান সকলে বুঝতে পারবেন।" মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।বৃহস্পতিবার আরও একটি বিবৃতিতে বেঙ্গালুরু জানিয়েছে, "বেঙ্গালুরুতে গতকাল যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তাতে আরসিবি পরিবার মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে।" কোহলিদের দল আরও জানিয়েছে, "আরসিবি কেয়ার নামে একটা ফান্ড তৈরি করা হয়েছে। তার মাধ্যমে দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্য করা হবে। সমর্থকেরা আমাদের দলের প্রাণ। এই সময়ে আমরা সকলে একসঙ্গে রয়েছি।"

সরেই যাচ্ছে পটৌডীর নাম, ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ট্রফি সচিন-অ্যান্ডারসনের নামে

ইংল্যান্ডে ভারত টেস্ট সিরিজ খেলতে গেলে সেই ট্রফির নাম ছিল পটৌডীর নামে। ভারতের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক ইফতিখর আলি খান পটৌডী এবং মনসুর আলি খান পটৌডীর নামে ছিল ট্রফির নাম। এ বার তা বদলে যাচ্ছে।২০ জুন থেকে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। সেই ট্রফির নাম হতে পারে জেমস অ্যান্ডারসন এবং সচিন তেন্ডুলকরের নামে। দুই দেশের দুই তারকাকে সম্মান জানিয়ে ট্রফির নামকরণ করা হতে পারে বলে জানাচ্ছে ইংল্যান্ডের এক সংবাদমাধ্যম।২০০৭ সালে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নাম হয়েছিল পটৌডী ট্রফি। দুই দেশের মধ্যে টেস্টের সেটা ছিল ৭৫তম বছর। সেই সময় পটৌডী পরিবারের দুই ক্রিকেটারকে সম্মান জানানো হয়েছিল। এ বার সেই নাম বদলে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড পতৌদি পরিবারকে চিঠি দিয়ে জানায়, তারা আর পতৌদি ট্রফিটি ব্যবহার করতে চায় না। পরিবর্তে নতুন ট্রফি নিয়ে আসতে চায়। বিসিসিআইকেও বিষয়টি জানানো হয়। নতুন ট্রফি দু'দেশের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর এবং জেমস অ্যান্ডারসনের নামে করার প্রস্তাব দেয় ইসিবি। দুই দেশের হয়ে এই দুই ক্রিকেটারই সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন। তাই তাঁদের নামেই নতুন সিরিজের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি বিসিসিআই।তবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব ভাল ভাবে নেননি পতৌদির স্ত্রী শর্মিলা ঠাকুর। তিনি বলেন, "যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পতৌদির অবদান মনে রাখতে না চায়, তা হলে সেটা তাদের সিদ্ধান্ত।" তাঁর পাশে দাঁড়ান ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর। উল্লেখ্য ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের (বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি) সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁর নাম। গাওস্কর বলেন, "ইংল্যান্ড ও ভারতীয় ক্রিকেটে পতৌদিদের অবদানকে অসম্মান করা হচ্ছে। আমি আশা করছি, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার এটা চাইবে না।"এই বিতর্কের পরেই নাম বদল আপাতত করা হবে না বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে আসন্ন সিরিজ থেকেই বদলে যেতে পারে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নাম।

রাজ্য দাবা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামীকাল (শনিবার) থেকে। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে হবে আসর। উদ্যোক্তা রাজ্য দাবা সংস্থা। ইতিমধ্যে বালক বিভাগে ২২ জন এবং বালিকা বিভাগে ১০ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। রাজ্য সংস্থার কর্তারা আশাবাদী আরও বেশ কয়েকজন দাবাড়ু আসরে অংশ নেবে। ছয় রাউন্ডের হবে আসর। প্রথম দিনে হবে তিন রাউন্ডের খেলা। আসর থেকে দুই বিভাগে প্রথম দুই স্থান অধিকারী দাবাড়ুদের জাতীয় আসরে খেলার জন্য নির্বাচিত করা হবে। এ খবর জানান রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের জরুরী বৈঠক আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্য সংস্থার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বৈঠক আগামী ৮ জুন রবিবার বেলা এগারোটায় দুপুরে স্পোর্টস কাউন্সিলের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে সংস্থার সকল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্য সদস্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১লা জুন এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রবল বর্ষণ ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে তা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এই বৈঠক পুনরায় আগামী ৮ জুন রি-শিডিউল করা হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক অপু রায় এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ক্রিকেটে ম্যাচ গড়াপেটার ছায়া, নাম জড়াল কেকেআরের প্রাক্তন স্পিনারের

শ্রীলঙ্কার হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে ৭৩টি ম্যাচ খেলা সচিত্র সেনানায়কের নাম জড়াল গড়াপেটায়। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও খেলেছেন তিনি। সেই স্পিনার বিভিন্ন ক্রিকেটারকে ম্যাচ গড়াপেটায় প্রলুব্ধ করতেন বলেও জানা গিয়েছে।২০২০ সালের শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ গড়াপেটা করার চেষ্টা করেছিলেন সচিত্র। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোতা হাই কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। সেই সময় কলম্বো কিংসের হয়ে খেলা তারিন্দু রত্নায়ককে ম্যাচ গড়াপেটা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সচিত্র। শ্রীলঙ্কার এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, দুবাই থেকে ফোনে দু'জন ক্রিকেটারকে ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। ২০২০ সালের লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগেই এই ঘটনা ঘটেছিল।সচিত্র দেশের হয়ে একটি টেস্ট, ৪৯টি এক দিনের ম্যাচ এবং ২৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর চার বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ৭৮টি উইকেট নিয়েছেন। ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই দলের সদস্য ছিলেন সচিত্র।২০১৪ সালের মে মাসে সচিত্রকে নির্বাসিত করেছিল আইসিসি। তাঁর বোলিং অ্যাকশন ঠিক ছিল না। পরে তা তুলে নেওয়া হয়। ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ডে নাম জড়ানোর পর সচিত্রকে দেশের বাইরে যেতে নিষেধ করেছে হাই কোর্ট।কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আটটি ম্যাচ খেলেছিলেন সচিত্র। নিয়েছিলেন ৯টি উইকেট। আইপিএলে একটি দলের হয়েই খেলেছেন তিনি। তবে বিশ্বের বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগে খেলেছেন সচিত্র। কোথাও সে ভাবে নজর কাড়তে পারেননি।

আজ থেকে দিল্লিতে গ্র্যান্ডমাস্টার দাবায় ত্রিপুরার ৫ দাবাড়ুর অংশগ্রহণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিল্লিতে ২১তম আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামীকাল (শনিবার) থেকে। চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। ওই আসরে অংশ নিতে ত্রিপুরার পাঁচজন দাবাড়ু শুক্রবার দিল্লি গেলেন। ৭ -১০ জুন হবে 'বি' ক্যাটাগরি দাবা প্রতিযোগিতা। তাতে অংশ নেবেন কিংশুক দেবনাথ (১৮৪৩), উমা শংকর দত্ত (১৭১৭), অভিনয় দেববর্মা (১৬১১), প্রদীপ কুমার দেবনাথ (১৬০১) এবং রমেশ কলই (১৫৪৯)। ওই আসর শেষ হলে শুরু হবে 'সি' ক্যাটাগরির আসর। তাতে অভিনয় দেববর্মা, প্রদীপ দেবনাথ এবং রমেশ কলই অংশ নেবেন। ১১- ১৪ জুন হবে আসর। রাজ্যের দাবাড়ুদের লক্ষ্য ওই আসর থেকে নিজেদের রেটিং বাড়িয়ে নিয়ে আসা। শক্তিশালী আসরে হল ভালো খেলা নিয়ে আশাবাদী রাজ্যের দাবাড়ুরা। এদিন সকালের বিমানে উমাশংকর দত্ত, অভিনয় দেববর্মা এবং রমেশ কলই দিল্লির গেছেন। বিকেলে গেছেন কিংশু। বৃহস্পতিবার রওনা হয়েছিলেন প্রদীপ কুমার দেবনাথ। রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দাবাড়ুদের। প্রসঙ্গত: এবারের আসরের প্রাইজমানি ১ কোটি ৩১ লাখ টাকা। যা দেশের সর্ববৃহৎ দাবার আসর।

গ্রীষ্মকালীন রাজ্য আসরকে সামনে রেখে টেবিল টেনিস সংস্থার বিশেষ বৈঠক ১৪ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ১৪ জুন, বেলা এগারোটায়। আসন্ন গ্রীষ্মকালীন রাজ্যভিত্তিক টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ কে সামনে রেখে রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা এই বৈঠক আহ্বান করেছে। মূলতঃ সব ক-টি জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদকের পাশাপাশি রাজ্য সংস্থার সকল কর্মকর্তাদের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আসন্ন রাজ্য আসরের সামগ্রিক রূপরেখা তৈরির পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে টেবিল টেনিসের মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কতটুকু এগিয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এই বৈঠকে। রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থার সম্পাদক অজয় দত্ত এক বিবৃতিতে আসন্ন বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পুত্রের চোখের জলের সাক্ষী মা

কোহলির হাতে আইপিএল ট্রফি উঠতেই কেঁদে ফেললেন সরোজ

স্টেডিয়ামে গিয়ে পুত্র বিরাট কোহলির সাফল্যের সাক্ষী হতে পারেননি মা সরোজ কোহলি। দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সেখানে টেলিভিশনে কোহলির প্রথম আইপিএল জয় দেখেছেন সরোজ। পুত্রের হাতে ট্রফি দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি মা। কেঁদে ফেলেন তিনি। দিল্লির বাড়িতে কোহলির বোন ভাবনা ও ভাই বিকাশের সঙ্গে বসে খেলা দেখেছেন সরোজ। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ১৯১ রান তাড়া করতে নেমে পঞ্জাব হারে ৬ রানে। ম্যাচ জেতার পরেই মাটিতে মুখ গুঁজে বসে পড়েন কোহলি। কান্না আটকাতে পারেননি তিনি। কখনও বন্ধু এবি ডিভিলিয়ার্সকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন তো কখনও স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ১৭ বছর ধরে ট্রফি জয়ের আক্ষেপের কারণেই কোহলির এই আবেগের বিস্ফোরণ। কোহলি যখন কাঁদছিলেন তখন টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিলেন সরোজও। তাঁকে জড়িয়ে ধরে তখন দাঁড়িয়ে ভাবনা। পরে পুত্র বিকাশকে জড়িয়ে ধরেও কাঁদেন সরোজ। সেই সব ছবি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন ভাবনা। কোহলির মায়ের এই কান্নার ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।দাদার সাফল্যের পর তাঁদের আনন্দ সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন ভাবনা। তিনি লেখেন, "এটা এমন একটা মুহূর্ত যা যেমন আমাদের হাসিয়েছে, তেমনই কাঁদিয়েছে। কিন্তু এত বছর ধরে এই দিনটার জন্য প্রতিটা সেকেন্ড যে ভাবে তুমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছ, ধৈর্য্য ধরে থেকেছো তার কোনও তুলনা নেই। ঈশ্বর ও আরসিবির সমর্থকদের কাছে ধন্যবাদ প্রকাশের কোনও ভাষা আমাদের নেই। এই জয় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জয়।" পুত্রের এই সাফল্যে তাঁদের স্বর্গীয় পিতাও যে গর্বিত সে কথাও জানিয়েছেন ভাবনা। আইপিএল জেতার পর কোহলির আনন্দ ছিল দেখার মতো। যে ভাবে তিনি সতীর্থ থেকে শুরু করে তাঁর প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর কোলে চেপে আনন্দ করেছেন, তা দেখে বোঝা যাচ্ছিল কতটা তৃপ্ত তিনি। পরের দিন বেঙ্গালুরুতে সমর্থকদের সঙ্গে উৎসবের পরিকল্পনা করেন কোহলিরা। কিন্তু সেখানে বিশৃঙ্খলার জন্য পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৩ জন। এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন কোহলি। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে আরসিবি।

'আমার উপর সব সময় চাপ', ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার আগে বলে দিলেন ভারতের কোচ গম্ভীর

ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে চাপে রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে সে কথা স্বীকার করে নিলেন নিজেই। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে তিনি সব সময়ই চাপে থাকেন।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সে দেশে গিয়ে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত। তার আগে ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সিরিজ হেরেছিল। সেই সবের পর গম্ভীরের চাপে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত। সব চাপ তো তখনই উবে যাওয়ার কথা। গম্ভীর মানছেন না। তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, "আমি সব সময় চাপে থাকি। ফলের উপর সেটা নির্ভর করে না। নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হারের পর যেমন চাপে ছিলাম, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পরেও তেমনই আছি। চাপের পরিমাণ কম, বেশি হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে আমি একই রকম চাপে থাকি সব সময়। গোটা দেশ চায় কোচ হিসেবে আমি সব ম্যাচে দলকে জেতাই।"ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদরদফতরে সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিলেন শুভমন গিল এবং গম্ভীর। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম বার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভমন। তিনি বলেন, "অধিনায়ক হিসাবে আমার নাম ঘোষণা হওয়ার পর আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম। তবে এখনই দলের ব্যাটিং অর্ডার ঠিক করিনি। পরিকল্পনা করার জন্য ১০ দিন সময় আছে।"২০ জুন থেকে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলবে দুই দল। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের অবসরের পর এই প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত।

ইডেনে বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণ নেই, প্রথম ডিভিশন লিগের ফাইনালে হাতাহাতিতে জড়ালেন ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের কর্তারা

বাংলার ক্রিকেটে বিতর্ক থামা তো দূরের কথা, ক্রমশ বাড়ছে। ইডেনে প্রথম ডিভিশন লিগের ফাইনালের পঞ্চম তথা শেষ দিন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের কর্মকর্তারা। মাঠে পুলিশ ডাকতে হয়।ভবানীপুরের ৬ উইকেটে ৬৪৩ রানের জবাবে ইস্টবেঙ্গল যখন ৮ উইকেটে ২৪৩, তখন বৃষ্টি নামে। ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। ভবানীপুর শিবিরের দাবি, সামান্য বৃষ্টি শুরু হতেই ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন ম্যাচ বন্ধ না করে আরও খানিকক্ষণ খেলা চালানো যেত। সেই সময় ভবানীপুর সুবিধাজনক জায়গায় ছিল। কারণ আর ২ উইকেট তুলে নিতে পারলেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত তারা। ফলে বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ায় ভবানীপুরের ক্ষোভ তৈরি হয়। ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক পরে। ইস্টবেঙ্গলের দুই অপরাজিত ব্যাটার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ও কণিষ্ক শেঠ মাঠ ছেড়ে বেরেনোর সময় ভবানীপুরের শাকিরের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। এর পর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দুই দলের কর্তারা। দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে বলে অভিযোগ। সিএবি-র কর্তারা মাঠে নেমে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নীতীশ রঞ্জন দত্ত, ট্যুর, ফিক্সচার ও টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান সঞ্জয় দাস, মেডিক্যাল কমিটির প্রধান প্রদীপ দাস ছিলেন মধ্যস্থতা করার জন্য। কিন্তু দুই শিবিরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি।

কৃষকদের কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: রাজ্য সরকারের কৃষকদের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেছেন, ভালো ফলন ও টেকসই কৃষির জন্য মাটি পরীক্ষা অপরিহার্য এবং সরকার এই সেবা সমস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে প্রদান করছে।

'কৃষি ছাড়াও মৎস্য, পোল্ট্রি, ফ্লোরিকালচার ও হর্টিকালচারসব ক্ষেত্রেই সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে,' তিনি বলেন। সিপাহিজলা জেলার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফুলতলী গ্রামে অনুষ্ঠিত "বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান"-এ তিনি এ কথা বলেন। এই অভিযানের অষ্টম দিনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিজ্ঞানীরা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা এবং স্থানীয় কৃষকরা। এই দিন মন্ত্রী রতন লাল নাথ , কৃষক ও দপ্তরীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নিয়ে একটি উন্নত কৃষি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এই কর্মসূচিতে মন্ত্রী, আধিকারিকদের নির্দেশ দেন সরকারি সরবরাহকৃত বীজ সময়মতো বিতরণ নিশ্চিত করতে এবং যেকোনো লজিস্টিক সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে, যাতে চাষাবাদের মরসুমে কৃষকদের কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। সরকারি উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করে নাথ বলেন, রাজ্যের সমর্থনে অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবক এখন কৃষিকাজে যুক্ত হয়ে লক্ষাধিক টাকা আয় করছেন। তিনি বলেন, 'এটি প্রমাণ করে যে কৃষি শুধু ঐতিহ্য নয়এটি এখন একটি লাভজনক ও টেকসই পেশায় পরিণত হচ্ছে।' ব্যক্তিগত সমর্থন হিসেবে মন্ত্রী, স্থানীয় কৃষক অমিয় বালা দাসকে একটি পাওয়ার টিলার দেওয়ারও আশ্বাস দেন। কৃষকদের নিষ্ঠাকে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, 'কৃষক ও জওয়ান কখনো ধর্মঘট করে না। একজন আমাদের খাদ্য দেয়, অন্যজন সীমান্ত রক্ষা করেতারা আমাদের সবার ঊর্ধ্বে। আমি কৃষকদের অনুরোধ করব, জমি ফেলে রাখবেন না। ব্যবহার করুন, চাষ করুন। সরকার আপনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন ফ্লোরিকালচার ও হর্টিকালচারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে, যাতে কোনো কৃষক পিছিয়ে না থাকেন।

দুটি ভিন্ন অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ

আগরতলা, ৬ জুন : দুটি ভিন্ন অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া ব্যাটারি সহ পাঁচ জন চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি, আরেকটি অভিযানে বর্ডার গোল চক্কর এলাকা থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা শাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায় বলেন, কিছুদিন আগে কোর্ট কমপ্লেক্স চত্বর থেকে দুটি ব্যাটারি চুরি যাওয়ার অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বটতলা থেকে চুরি যাওয়া দুটি ব্যাটারি সহ পাঁচজন চোরকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন, অমিতাভ দাস, পিন্টু বর্মণ, কিঙ্কর দেব, ফারুক মিয়া এবং টিটন। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় অমন চৌহানের বাড়িতে অবৈধভাবে কাপড় মজুত করে রাখা হয়েছে। সে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ৬২ টি বেনারসি শাড়ি উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক তিন লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। আজ প্রজ্ঞাভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ও বুথ লেভেল অফিসার সুপারভাইজারদের (বিএলওএস) নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর, মোহনপুর ও জিরানীয়া মহকুমা থেকে মোট ৮০ জন বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারগণ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে বলেন, বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারগণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা ভোটের কাজে ত'ণমূলস্তরে সৈনিকের মতো কাজ করেন। বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারগণ নিজ নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এলাকায় নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি, নাম পরিবর্তন ইত্যাদি কাজে সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারদের আরও দক্ষ করে তোলা যাতে ১০০ শতাংশ ত্রটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি হতে পারে। এছাড়াও তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নিয়মনীতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগ 'বিএলও-দের নীতি নির্দেশিকা ও দায়িত্ব' নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিএলওগণ হলেন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের মুখ। সারা রাজ্যে মোট ৩,৩৫২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারগণ এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এলাকায় ভোটারদের জন্য যাতে স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে কাজ করতে পারেন সে লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সারা দেশে ১ লক্ষ বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারদের এরূপ প্রশিক্ষণ দেবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নির্বাচন দপ্তরের ডেপুটি চিফ ইলেক্টোর‍্যাল অফিসার সুমন বণিক বিএলও অ্যাপ, ইআরও ন্যাট অভারভিউ এবং ন্যাশন্যাল ভোটার সার্ভিস পোর্টাল ও হেল্পলাইন অ্যাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইলেক্টোর‍্যাল রোল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। প্রশিক্ষণ শিবিরে বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারগণ নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণও উপস্থিত ছিলেন।

পাচারকালে দুটি গবাদি পশুকে আটক করে স্থানীয় যুবক

আগরতলা, ৬ জুন : পাচারকালে দুটি গবাদি পশুকে বটতলা জহর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় আটক করে স্থানীয় যুবক। তারা দেখতে পায় ওই গাড়িতে কোনরকম জল ও খাবারের ব্যবস্থা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বটতলা জহর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় কিছু স্থানীয় যুবক গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক করে। তাঁরা দেখতে পান ওই গাড়িতে গবাদি পশুদের জন্য কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না।

স্থানীয় যুবককে অভিমত, গোমাতাকে এভাবে নির্যাতন করা হবে সেটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না হিন্দু সনাতন ধর্মের যুবকরা। গাড়িটি আটক করার পর গাড়ি চালককে এবং সহচালককে জিজ্ঞাসা করার হলে তারা জানায়, কুরবানী ঈদ উপলক্ষে গরুগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় পশ্চিম আগরতলা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ০২ ডি ১৮৪৮ নম্বরের গরু বুঝাই গাড়িটি আটক করা থানায় নিয়ে গিয়েছে।

লংতরাইভ্যালিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ৬ জুন: লংতরাইভ্যালিতে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এর উদ্যোগে, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, ছামনু সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহায়তায় আজ ৬ জুন এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে মোট ৪১৮ জন রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করেন। মোট ১৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা প্রদান করেন। মেডিসিন বিভাগে মোট ১২১ জন রোগী ,পেডিয়াট্রিক্স বিভাগে মোট ৮০ জন রোগী, সার্জারি বিভাগের ৬৬ জন রোগী পরিষেবা লাভ করেন। এছাড়া স্ত্রী রোগ এবং প্রসূতি, অর্থোপেডিক্স, অপথালমোলজিতে, নাক- কান -গলা, ডার্মাটোলজি সহ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসকরা পরিষেবা প্রদান করেন। শিবিরে ১৮ জন রক্ত দান করেন।

এই শিবিরে জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী, ডাঃ কমল দাস,ডাঃ প্রিয়জ্যোতি চাকমা,ডাঃ অনুপম দত্ত,ডাঃ অচিন্ত্য পাল ,ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী, ডাঃ শীর্ষেন্দু ধর, ডাঃ দ্বিগ্বিজয় কৃষ্ণ দেববর্মা , ডাঃ উত্তম কুমার ভট্টাচার্য,ডাঃ মনোদীপ মন্ডল, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ , ডাঃ চয়ন চাকমা, ডাঃ গোপা পাল চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে প্রাপ্ত পরিষেবা যাতে গ্রামস্তরেও মানুষ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই আয়োজন। ইতিপূর্বে মনুবাজার সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই ধরনের মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের উদ্যোগটি তৃতীয়।এই স্বাস্থ্য শিবির নিঃসন্দেহে একটি সফল আয়োজন।জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কনক চৌধুরী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করলো অক্ষয় তৃতীয়ার মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করেছিল অক্ষয় তৃতীয়া মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। যা সত্যিই অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়।

গত ২৫ মে, ২০২৫ অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবের ভাগ্যবান বিজয়ীদের বাছা হয়েছিল লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে।

সেই ৩-জন ভাগ্যবান বিজয়ীদের এই অনুষ্ঠানে মেগা ড্র পুরস্কার ৩টি স্কুটি তুলে দেওয়া হয়।

এই বছর, ভাগ্যবান বিজয়ীরা হলেন

নবনীতা মিত্র (কুপন # ৪৩৯৫)
খোকন দেব (কুপন # ঙ১৭৭৪)
নমিতা দাস (কুপন # ঙ১০১১)

পুরস্কার হিসেবে লাকি ড্র তে জেতা স্কুটিগুলি তাদের কাছে বিশেষ আনন্দ আর একরাশ খুশি বয়ে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের কথাতে তাদের আনন্দ ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উন্নত পরিসেবা ও চমকে ভরা আয়োজনের কথা বার বার উঠে এসেছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা সকল ভাগ্যবান বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে পাশে থাকার জন্য সমস্ত রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান জ্জ তিনি আরও বলেন, "ভাগ্যবান বিজয়ীদের হাতে স্কুটি গুলি তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একইসঙ্গে বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ, গ্রাহক বন্ধুরা যেভাবে এই উৎসবের এই বিশেষ আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহক বন্ধুদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।" এক আনন্দ ঘন পরিবেশে ভবিষ্যতের আরও উন্নত পারিসেবা দেবার আশ্বাস এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

বৃষ্টিতে জরাজীর্ণ খেলার মাঠ সংস্কারের দাবি খুদে খেলোয়াড়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: নতুননগর বাজারের পেছনে অবস্থিত খেলার মাঠ সামান্য বৃষ্টিতেই জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে মাঠটি সংস্কার করে খেলাধুলার উপযোগী করে তোলার জন্য এলাকার খুদে খেলোয়াররা মেয়রের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

নতুন নগর বাজারের পেছনে অবস্থিত রানীর মাঠ। মাঠে খেলাধুলা করে অনেক খেলোয়ারই রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। বর্তমানেও সেই মাঠে কোচিং সেন্টার পরিচালিত হয়। কিন্তু গত কিছু বছর ধরে অল্প বৃষ্টি হলেই জলের তলায় চলে যাচ্ছে সেই খেলার মাঠ। ফলে কচিকাঁচারা প্রশিক্ষণ নিতে পারছে না সেই মাঠে। আজ দীর্ঘ ১৫-২০ দিন ধরে জল জমে আছে সেই মাঠে। দেখে বোঝার উপায় নেই সেটা মাঠ না জলাশয়। ফলে আজ কচিকাঁচারা একত্রিত হয়ে মেয়র এর উদ্দেশ্যে করজোড়ে নিবেদন করেন তাদের খেলার মাঠটি যেন অতিসত্বর সংস্কার করে দেওয়া হয়।

মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেলেন ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুন: মাছ ধরতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। আজ বিকেল বেলায় উদয়পুর ফোটামাটি এলাকায় ভজন দাস নামে এক ব্যক্তি গোমতী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে যায়। এলাকাবাসী জানিয়েছেন ভজন দাস ওই এলাকার একজন স্থানীয় নাগরিক। উনি একজন মির্গি রোগী। যথারীতি আজ বিকেল বেলায় মাছ ধরতে নদীতে গেলে গোমতী নদীর জলে তলিয়ে যান ভজন দাস। স্থানীয় এলাকাবাসী খবর দেয় পিত্রা থানায় এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। পিত্রা থানার পুলিশ এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা সংবাদ লেখা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও ভজন দাসকে গোমতী নদী থেকে ওঠাতে সক্ষম হয়নি। এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। সংবাদ দেখা পর্যন্ত পিত্রা থানা ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ভজন দাসকে উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে হানা দিল নিশিকুটম্বের দল

আগরতলা, ৬ জুন : রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের কক্ষের দরজার তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে আলমারি ভাঙচুর করে দরকারি কাগজ পত্র উলটপালট করে রেখে যায়। ওই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কমলপুর শহরের পিএম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে চোরের দল হানা দিয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফুল শুক্লবৈদ্য শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখেন চুরি যাওয়ার ঘটনাটি দেখতে পান। সাথে সাথে কমলপুর থানায় খবর দিয়েছেন। পুলিশ এসে তদন্ত করেন। চোরেরা টাকা নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান।

জানা যায়, চোরেরা বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। এরপর প্রধান শিক্ষকের কক্ষের দরজার তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে আলমারি ভাঙচুর করে দরকারি কাগজ পত্র উলটপালট করে রেখে যায়।

মে মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক, আবহাওয়া দফতর

আগরতলা, ৬ জুন : চলতি বছরের মে মাসে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হয়েছে। ওই মাসে স্বাভাবিক ৪১৯.৬ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। গতবছরও মে মাসে ৩৯১.৯ মিমি বৃষ্টিপাতই রেকর্ড করা হয়েছিল। আজ আবহাওয়া দফতর থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এবছরের মে মাসে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে ঊনকোটি জেলায়। ওই মাসে ২৪ ঘন্টায়। কৈলাসহরে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাছাড়া, জেলাভিত্তিক মে মাসে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৩২.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

দূষণমুক্ত পরিবেশ ও রাজ্য গড়ে তোলার জন্য রাজ্যপালের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন: দূষণমুক্ত পরিবেশ ও রাজ্য গড়ে তোলার জন্য রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকল রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ট্রেডার উদ্যোগে রাজভবনে নির্মিত ৪০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল এ আহ্বান জানান।তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্নবীকরণ শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। যার জন্য বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষকে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য ভর্তুকিও দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যপাল রাজ্যবাসীকে নিজেদের বাড়ির ছাঁদে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসিয়ে নিজেদের বিদ্যুৎতের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর পাশাপাশি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের নিকট বিক্রয় করার জন্য পরামর্শ দেন।তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকায় স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে এই ধরণের পাওয়ার প্ল্যান্ট বসিয়ে সাধারণ নাগরিকদের বাড়িতে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া কৃষিক্ষেত্রে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজভবনের সচিব ইউ কে চাকমা, ট্রেডার অধিকর্তা দেবব্রত শুরু দাস প্রমুখ।

বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ জুন: বাইক দুর্ঘটনা প্রাণ হারাল এক যুবক। ঘটনা মেলাঘর নেংটা দরগা সংলগ্ন মূল সড়কে। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। আজ সকালে মেলাঘর থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম আরিফ হোসেন ওরফে রানা। বাড়ি সুনামুড়া থানা এলাকার কমলনগর এর কুটিরমুড়া এলাকায়।

জানা যায় ওই যুবক বাইক নিয়ে দ্রুত বেগে যাচ্ছিল। মেলাঘর থানা এলাকার নেংটা দরগা সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বাউন্ডারির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তাতে গুরতরভাবে আহত হয় ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে যুবককে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তিপ্রা মথার মহিলা সংঘটনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুন: তিপ্রা মথার মহিলা সংঘটনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনটি বিধানসভার যৌথ উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র অর্থাৎ টাউন হলে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চতুর্থ বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়।

তিপ্রা মথার মহিলা সংঘটনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান তেলিয়ামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসির ইএম কমল কলই, প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, ২৯ কৃষ্ণপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্রে দেববর্মা, টি ডাব্লিউ সেন্ট্রাল জিএস গীতা রানী দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ইএম কমল কলই মহিলা ফাউন্ডেশনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন,, গত ৪ বছর পূর্বে তিপ্রা মথার সুপ্রিমু প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এই মহিলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আজকে তার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে ও মহিলাদের মধ্যে সুতো বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশাসনের আশ্বাসে ও বাস্তবায়িত হচ্ছেনা রাস্তা, ক্ষোভ দেওরাছড়ার রিয়াংদের

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৬ জুন ।। গ্রামে প্রবেশ করার কোন রাস্তা নেই। ছড়া অতিক্রম করার জন্য কোন বাঁশের সাকো বা পুল নেই। লোহার পাত ফেলে তার উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পাড়াপাড় করতে হয়। কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের দেওয়াছড়া ভিলেজের চল্লিশটি রিয়াং পরিবার দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। রিয়াং কলোনির আদিম জনজাতিরা জানান, যে ১৯৮৪ সাল থেকে তারা সেখানে বসবাস করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এলাকায় প্রবেশ করার জন্য কোনও রাস্তা নেই। কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকারের আমলে একটি মাটির রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়ে ছিল। এরপর কোন রাস্তা তৈরি করা হয়নি। মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের রিয়াং কলোনিতে পদধূলি পড়তে দেখা যায়। নেতারা এসে না না উন্নয়নের কথা বলে যান। কিন্তু সময় চলে যাওয়ার পর আর কাউ কে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলোনি প্রবেশ করার জন্য ছড়ার উপর যে সাঁকোটি রয়েছে যেটি দিয়ে বাজার কিংবা অন্যত্র যাতা য়াত করতে হয় সেই সাঁকো টির অবস্থাও বর্তমানে ভয়ংকর। গত দুইমাস পূর্বে এলাকার এক ছাত্র এই সাঁকোটি পাড় হতে গিয়ে ছিটকে নিচে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলে। এর পূর্বেও বেশ কয়েকজন সাঁকো থেকে পড়ে মারা ত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য এই মৌলিক অধিকার সবার রয়েছে।কিন্তু রিয়াংকলো নীতে সে গুলির অনেকটাই নেই।রিয়াংরা জানায় পঠন-পাঠনের জন্য একটি বিদ্যালয় রয়েছে। তবে সেই বিদ্যালয়ে যেতে হলে কলোনির ছাত্রছাত্রীদের জীবন ঝুঁকি নিয়ে যেতে হচ্ছে। মুমূর্ষু রোগীদের এই রুগ্ন সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে দারুন সমস্যা মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে বেশি এবং বিপজ্জনক। ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করে তারা এই সাঁকো দিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনেক ঝুঁকি নিয়ে যেতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই এলাকার লোকেরা যে ন বর্তমানে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কলোনির লোকেরা জানায় পানীয় জলের জন্য ছড়া কিবা ফিশারির উপর নির্ভরশীল। অথচ সেই ছড়াতেই এলাকার ছেলেমে য়েরা গরমের মধ্যে নেমে খেলাধুলা করছে।

এই জল পান করে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কলোনিতে রি য়াং সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও আশপাশ এলাকায় বহু ডার্লং সম্প্র দায়ের লোকের বসবাস করছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলোনি এলা কায় তিনটি বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন থাংটুয়মা ডার্লং, চন্দ্র রায় রিয়াং, এলিয়াকিমা ডার্লং-এর ঘর জ্বলে যায়। এলাকাবাসীরা দমকল দপ্তরে খবর দিলেও দমকল দপ্তরের কর্মীরা এসে দাঁড়িয়ে শুধু দৃশ্যটি দেখে যান। কারণ সেই এলাকায় যাবার মতো রাস্তা নেই।

এলাকাবাসীরা আরও অভিযোগ করেছেন, আগুনে যাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তারা সরকারি সাহায্য পায়নি। অগ্নিকান্ডের পর মহকুমাশাসক অফিসের ডিসিএম মতিরঞ্জন দেববর্মা পরিদর্শন করে গেলেও আজ পর্যন্ত মহকুমাশাসক তাদের ক্ষতিপূরণের কাগজে স্বাক্ষ র করেননি।তারা জনায় বিপর্য্য য় মোকাবিলা ফাণ্ড থেকে যদি তারা কিছু অর্থ পেতেন তাহলে তাদের পুনরায় বাড়িঘরগুলি তৈরি করতে কিছুটা সাহায্য হতো। তবে আগুন লাগার পর দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীরা তাদেরকে সাধ্যমতো সাহায্য করেছে। পার্শবর্তী কলোনির ডার্লং বাসিন্দারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সম্প্রীতির নতুন নজির তৈরি করে।স্বাধীন ভারতবর্ষ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেও এই এলাকার রিয়াং রা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। কলোনির বয়স প্রায় একচল্লিশ বছর। কিন্তু আজ পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করা হয়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas